Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুসার সওয়াল : নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Ahmed Sharif
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.4
Pages	70-125
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুসার সওয়াল

নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত

আহমদ শরীফ*

Check for updates

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত তিনখানা খণ্ডিত পুথির সাহায্যে 'মুসার সওয়ালে'র প্রতিলিপি তৈরি করি ১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসেই। কিন্তু খণ্ডিত বলেই এবং ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ পুথি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতার আশায় প্রত্যাশায় এ খণ্ডিত পাঠ ১৯৭৬ সনে বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ও আমার সম্পাদিত 'সওয়াল সাহিত্য'-এ সংকলিত করিনি। বত্রিশ বছর অপেক্ষার পরেও পূর্ণাঙ্গ পাঠ যোগাড়ের আশা পরিহার করে এ পুথিকে ছাপার হরফে স্থায়িত্বদানের জন্যেই এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাদের কাজে লাগতে পারে মনে করে 'মুসার সওয়াল' মুদ্রণের ব্যবস্থা করছি। ইতোপূর্বেকার তৈরি পাঠের নতুন করে প্রতিলিপি তৈরি করতে হল, কাগজের দোষে সেপাঠ জীর্ণতা পেয়েছে বলেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জ্ঞানের কথা, তত্ত্বকথা, ভাবের কথা সাধারণত গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই পরিব্যক্ত করা হত। এভাবেই বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান-আহরণ হয়তো সেই নিরক্ষরতাবাহুল্যের যুগে আবশ্যিক ছিল। গ্রীক পণ্ডিতরাও এমনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমাদের এদেশে মহাভারতের অধ্যায় 'গীতা'ও কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনেরই লিপিবদ্ধরূপ। তা ছাড়া বিরল হলেও আজো আমাদের দেশে নিরক্ষর নারী-পুরুষের হিতার্থে লোকশিক্ষার লক্ষ্যে বৈষয়িক জ্ঞান-বিদ্যা-শাস্ত্রকথা প্রচারের জন্যে 'কবিগান' 'কবির লড়াই' নামে কবিওয়ালা বা কবিয়ালদের কথকতার অনুষ্ঠান হয় গাঁয়েগঞ্জে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ধাঁধার তাৎপর্য ব্যাখ্যার স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎতত্ত্বের ও জীবনভাবনার আর সামাজিক-নৈতিক ন্যায়-অন্যায়ের রূপ-স্বরূপ বয়ান করা হয় দুই কবিদলের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে। 'চাপান' মানে প্রশ্ন করা, 'উতর' মানে উত্তর দেয়া। পদ্যে জুতসই উত্তর দ্রুত তৈরির বাকপটুতার, অঙ্গভঙ্গির আর জ্ঞানের পরিসরের ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মাপে-মানেই হয় কবিয়ালের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার।

আমাদের লোকশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে রচিত শাস্ত্রসম্পৃক্ত স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে জগৎ ও জীবন আর জীবিকা বিষয়েই এ জিজ্ঞাসা, এ সন্ধিৎসা সীমিত

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

থাকেনি। ইহ্-পরকালে প্রসৃত জীবনের প্রয়োজনে নানা বিষয়ে মনে-মগজে জাগা সর্বপ্রকার প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়ার কৌতূহল মেটাতে হয়েছে উত্তরদাতা জ্ঞানীগুণীদের। নভোলোকের গ্রহ্-নক্ষত্র তিথি-লগ্ন-রাশি, চারযুগলক্ষণ, কেয়ামত-হাসর, স্বর্গ-নরক, গুরু-পীরতত্ত্ব, গর্ভতত্ত্ব প্রভৃতি হাজার প্রশ্নের উত্তর মেলে এসব গ্রন্থে।

না বললেও চলে যে শাস্ত্র সম্পৃক্ত কিংবা শাস্ত্রসম্মত প্রশ্নোত্তর বলে দাবি করা হলেও এগুলো মুসলিমদের কুরআন-হাদিসসম্মত বা অনুগ কোন প্রশ্নোত্তর নয়। এগুলো মুখ্যত বা মূলত আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে তৈরি কৌতূহল-প্রসূন প্রশ্নের। কাজেই এসব তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের কোন যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মূল্য নেই শিক্ষিতবহুল আজকের শাস্ত্রিক-নৈতিক সামাজিক কিংবা নীতি-আদর্শিক জীবনচর্যায়।

আরবীভাষা সাতসমুদ্রের না হোক, তেরোনদীর ওপারের সুদূরের অবোধ্য ও অনায়ত্ত ভাষা ছিল। আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ কুরআন-হাদিস আদি শাস্ত্র গ্রন্থ ছিল কোটিতে গুটিকের আয়ত্তে। আবার বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য ছিল বলে তেমন বিদ্বানের সাক্ষাৎ ও সঙ্গ পাওয়া ছিল প্রায় সাধ্যাতীত। তা ছাড়া মাদ্রাসাশিক্ষিতরা মোটামুটি ১৯৩০ সনের আগে আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা হরফ চিনতেন না বাঙলাদেশী হয়েও মাদ্রাসা শিক্ষার বাহন গোড়া থেকে আরবী-ফারসী ও আঠারো শতক থেকে উর্দু-ফারসী-আরবী থাকায়। এ কারণে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রশিক্ষিত মৌলবী ছিলেন বিরল। অসম্পূর্ণ শিক্ষার মোল্লারা মুসলিম মনে ইসলাম জারি রাখার দায়িত্ব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ফলে কুরআন=হাদিস অনুগ ইসলাম বিশ শতকের আগে গাঁ-গঞ্জের বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত মুসলিম বংশধরদের মনে-মর্মে অবিকৃতভাবে কখনো ঠাঁই পায়নি। তাই এক প্রকারের বিকৃত লৌকিক ও স্থানিক ইসলামই চালু ছিল আচারে আচরণে পালায়-পার্বণে। আমাদের আলোচ্য 'সওয়াল সাহিত্যে' আর 'বাঙলার সূফী সাহিত্যে' বৌদ্ধ হিন্দুতত্ত্ব ও আচার প্রভাবিত এক প্রকারের 'ইসলাম তত্ত্ব' বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে যার উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে আবছা জানা-শোনা-বোঝা শাস্ত্রতত্ত্ব আর কাণ্ডজ্ঞান এবং প্রজন্মক্রমে থেকে যাওয়া ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হিন্দু-বৌদ্ধ জীবনতত্ত্বের ও জগৎভাবনার লেশ ও রেশ। আমাদের আলোচ্য নসরুল্লাহ্ খোন্দকার রচিত 'নসিয়ত নামা'য় (১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ) চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজের শাস্ত্রিক আচারে-আচরণে-পার্বণে-প্রথায়-পদ্ধতিতে এককথায় Rites and Ritual-এ বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবের স্থূল-সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমার সম্পাদিত 'নসিয়তনামা'র ভূমিকায় আমি তা উদ্ধৃতিযোগে

আলোচনা করেছি। গোটা মধ্যযুগব্যাপীই বাঙলার তথা একালের চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলিম লেখকরা প্রশ্নোত্তরে লোকশিক্ষার প্রয়াসী হয়েছেন সমাজের জীবনের দিশারী হিসেবে। আজ তাঁদের এ প্রয়াস-প্রযত্ন আমাদের কাছে মূল্যহীন বলে প্রতীয়মান হলেও সমকালের মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষা করে ছিলেন। এ জন্যে এসব গ্রন্থের ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে গুরুত্ব অশেষ।

মুহম্মদ আকিলের মুসানামা, রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিমের 'সাহাবউদ্দীননামা' শেখচান্দের 'তালিবনামা', 'হরগৌরী সম্বাদ', 'শাহদৌলাপীর', মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ', নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'মুসার সওয়াল', আবদুল করিম খোন্দকারের 'হাজার মসায়েল', আলিরজার 'সিরাজকুলুব', এতিম আলমের 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল', শেখ সাদীর 'গদা-মালিকা সম্বাদ', সেরবাজের 'মালিকার সাওয়াল বা ফখরনামা', সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'মুসার সওয়াল', আদম ফকিরের 'জোহরার সওয়াল' কোলকাতার উনিশ শতকের দোভাষী কবি মুহম্মদ খাতেরের 'সওয়াল ও জওয়াব' প্রভৃতি সওয়াল সাহিত্য মুসলিম জীবন-চেতনা ও জগৎভাবনা অন্তত পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোর রচনশৈলীতে ও বিন্যাসে পার্থক্য এবং বিষয়েও রয়েছে ভিন্নতা, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন।

নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত 'মুসার সওয়াল'-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শেষ নবীর ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মুসার ও আল্লাহর সওয়াল ও জওয়াবের মাধ্যমে আল্লাহর মুখে স্বীকার করানো এবং এ আমোঘ-পাথুরে সাক্ষ্য-প্রমাণ জনগণ মনে দৃঢ়মুল করা। হযরত মুহম্মদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী বা রসুল এবং তাঁর পরে আর নবীর প্রয়োজন না হওয়ার কারণ আল্লাহ ইসলামকে নিখুঁত, নিখাদ, সুষ্ঠু সর্বকালীন সর্বজনগ্রাহ্য ও প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ অপরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধের চিরন্তনতার সীলমোহর দিয়ে দিয়েছেন।

মুসার সওয়াল হয় রচিয়তার ভাষাজ্ঞানের ও শব্দবিন্যাসে বাক্ তৈরির অসামর্থ্যের দরুন কিংবা লিপিকরদের অজ্ঞতার কারণে ত্রুটিবহুল হয়ে রয়েছে। আমরা কোন রকমে পাঠযোগ্য তথা বক্তব্যের মর্মগ্রহণ সম্ভব করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। এসব গ্রন্থের কোন শৈলী বৈশিষ্ট্য বা সাহিত্যরসমূল্য নেই। এগুলো শিল্পসম্মত সাহিত্য নয় – কেজো রচনা তথা বিষয়ের বয়ানমাত্র। তাই পাঠান্তর দেয়ার শ্রম অনর্থক মনে করলাম।

নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত 'মুসার সওয়াল' এক বিশেষ 'তথ্য'-এর সাক্ষ্য ও প্রমাণ রূপে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি ইসলাম ইরানে স্থিতি পাওয়ার পর ইসলামের কিছু মৌলিক পরিভাষা ফারসীতে রূপান্তরিত হয়, যেমন আল্লাহ্ হলেন খুদা, মল্‌ক হলেন ফেরেস্তা, জান্নাত হল বিহিস্ত, সালাত হল নামাজ, সিয়াম হল রোজা, জাহান্নাম হল দোজখ। তেমনি ইরান হয়ে ইসলাম যখন ভারতে পৌঁছল, তখন বৌদ্ধরাই বেশি সংখ্যায় ইসলাম বরণ করার ফলেই সম্ভবত খুদা হলেন ধর্ম, নিরঞ্জন হিন্দু প্রভাবে হলেন করতার, ঈশ্বর, আর নৈরাকার বা নিরাকার রূপেও বর্ণিত হলেন, তা-ও আবার 'ব্রহ্ম' তত্ত্বের সঙ্গে সম্ভবত মিল ছিল বলেই।

আমরা দেখেছি পনেরো শতকের বলে প্রমাণিত কিংবা অনুমিত প্রথম মুসলিম বাঙালী কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর রচিত 'ইউসুফ-জুলায়খা' কাব্যে আল্লাহ্ অর্থে 'ধর্ম' ব্যবহার করেছেন কাব্যের সর্বত্র। আবার ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান তাঁর 'লায়লী-মজনু' কাব্যে আল্লাহ অর্থে 'ধর্ম' ও 'দেবধর্ম' ব্যবহার করেছেন দেখতে পাই, তৃতীয় কবি হচ্ছেন, [অবশ্য আরো কোন কোন কবি আল্লাহ্ অর্থে 'ধর্ম' শব্দ প্রয়োগ করেছেন কিনা মনে পড়ছে না] আঠারো শতকের প্রথম পর্বের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার আলোচ্য মুসার সওয়ালে প্রায় সর্বত্র 'ধর্ম'ই ব্যবহার করেছেন, অবশ্য কৃচিৎ নৈরাকার, নিরঞ্জন ও করতার প্রয়োগও করেছেন আল্লাহ অর্থে। নৈরাকার নাথ, নিরঞ্জন, করতার সব মুসলিম কবিই অসংকোচে গ্রহণ করেছেন বরং আল্লাহ খোদা কমই ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত তিনজনই চট্টগ্রামের কবি। আমরা জানি চট্টগ্রাম শতশত বছর ধরে আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। রইখঙ বা রোহাঙ, রোসাঙ যার রাজধানী ছিল। মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম ত্রিপুররাজ ও গৌড় সুলতান দখল করেছিলেন বটে, কিন্তু লাগাতার দখলে রাখতে পারেন নি। সম্রাট আওরঙজেবের আমলে সুবাহ্‌দার সায়েস্তা খান ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম জয় করে স্থায়িভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, তখন থেকেই মুঘল-ব্রিটিশ ভারতেই চট্টগ্রামবাসীরা গৌড়-ঢাকা-মুর্শিদাবাদ-দিল্লী-কোলকাতা মুখী বাঙালী হল। চট্টগ্রাম জেলায় রোসাঙ্গ শাসনকালে যেসব আরাকানী বৌদ্ধ স্থায়িভাবে বসবাস করেছিল তারা আজো বাঙালীরূপেই বাস করে এবং তারা ধর্মে বৌদ্ধ আর গোত্রে মোঙ্গল। আরাকানী বৌদ্ধ প্রভাবেই চট্টগ্রামে আল্লাহর প্রতিশব্দ হয়েছে ধর্ম, নিরঞ্জন, আর হিন্দু প্রভাবে হয়েছে ঈশ্বর ও করতার। আর মূল ধারণা সম্মত বাঙলা প্রতিশব্দ হয়েছে নৈরাকার। আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এ তথ্য অবহেলার নয়।

কবি নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের পরিচিতি অনেক আগেই সাহিত্যের ইতিহাসভুক্ত হয়েছে। তবু এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁরই জবানীতে বয়ান করছি :

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পিতামহ হামিদুল্লাহ খান।
তারপুত্র কল্পতরু বোরহান উদ্দীন জগগুরু
রূপে তন ইসুফ সমান
মহীপাল রোসাঙ্গের ধবল মাতঙ্গেশ্বর
নিজমুখে প্রশংসিলা যারে
তানপুত্র মহাবীর অস্ত্রে শস্ত্রে রণে স্থির
ইব্রাহিম খান নাম ধরে।
তানপুত্র জ্ঞানবান শ্রী সুজাউদ্দীন.....—
তানপুত্র রূপবান শ্রীযুত বাবুখান
অবিরত ফকিরিতে মন
ত্যাজিয়া সংসার মায়া প্রভুভাবে চিত্ত দিয়া
করিলেন্ত 'আগমে' গমন।
আছিলেন্ত' পুত্র তান শ্রী [কাজী] ইসহাক খান
শরীয়ত খাদেম প্রধান
তানপুত্র শীল ধর্ম সৈয়দানী উদরে জন্ম
শরীফ মনসুর গুণবান।
তানপুত্র অল্পজ্ঞান হীন নসরুল্লাহ খান
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।

[অসংগৃহীত অপ্রাপ্ত সম্ভবত অপ্রাপ্য কবির হজরত আলীর 'জঙ্গনামা' পুথির আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংকলিত পাঠের মৎ-সম্পাদিত পাঠ।]

'পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি' উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে 'জঙ্গনামা'কে

কবির প্রথম রচনা বলে নিঃসংশয় অনুমান করা চলে। কবির পীর ছিলেন মুহাম্মদ হামিদ।

আলীর 'জঙ্গনামা'য় অন্যত্রও কবি তাঁর পিতামহের ও পিতার পেশার ও পদ-পদবীর বিবরণ দিয়েছেন।

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেত বিদ্বান
পিতামহ কাজী ইসহাক গুণবান।
তানপুত্র শরীফ মনসুর গুণবান
রাম্ভুদেশ নরপতি নামে ফতে খান ।
যাকে মান্য করি বৈসাইলা বিদ্যমান।
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত।
গ্রামভূমি দিল তার অধীন করিয়া.....
হেনজনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান
নামাজ করন্ত সঙ্গে যথ মুসলমান।....
তানপুত্র নসরুল্লাহ আহ্মি হীন জ্ঞান
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণবান স্থান।

কবির পিতামহ ছিলেন কাজী, আর পিতা ছিলেন আলিম ও মসজিদের ইমাম। বর্তমানে কাক্সবাজার জেলার অন্তর্গত রামুর নরপতি তথা সামন্ত বা প্রশাসক ফতেহ খানও তাঁর পিতাকে দরবারে আসন দিয়েছিলেন।

আবার কবির পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। শরীয়তনামায় বয়ান অনুসারে তাঁর জ্ঞাত বংশের আদি পুরুষ হামিদউদ্দীন খান ছিলেন গৌড়সুলতানের সৈন্যপাল ও প্রধান উজির। তাঁর পুত্র বোরহানউদ্দীন খান কোন কারণে গৌড় ছেড়ে আটজন সহচর [অষ্টমিত্র] সঙ্গে করি 'রোসাঙ্গ দেশেত কৈলা গমন'। সে সময়ে রোসাঙ্গ দেশে 'কিবা আদ্যে কিবা শেষে' অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না। বোরহান উদ্দীন খান হাতী-ঘোড়াসহ রোসাঙ্গনগরে উপস্থিত হলে রোসাঙ্গরাজ তাঁকেই 'লস্কর উজির' তথা সৈন্যমন্ত্রী করলেন। অশ্ব-গজারোহী বাহিনীও গঠিত হল তাঁর অধীনে। তাঁর পুত্র ইব্রাহিম খান ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর সম্ভবত প্রধানজন [অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ]। তাঁর পুত্র সুজাউদ্দীন খানও ছিলেন [অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম] পেশায় সৈনিক। এর পর

থেকে বংশের পদ-পদবী থেকে পতন ঘটে। রাজানুগ্রহ বঞ্চিত হন উত্তর পুরুষেরা। এবার সরণিযোগে একনজরে প্রজন্ম পরম্পরা এরূপ :

হামিদ উদ্দীন খান [গৌড়ে উজির প্রধান]
বোরহানউদ্দীন খান [রোসাঙ্গে লস্কর উজির]
ইব্রাহিম খান [অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ সেনা]
সুজাউদ্দীন [অস্ত্রশস্ত্র চালনায় দক্ষ অনুপম]
শেখ রাজা বা বাবুখান [ফকির, মোড়ল ও প্রধান]
কাজী ইসহাক [খান বর্জিত, সম্ভবত কাজী পদে নিয়োগ পান, তাই শরীয়ত খাদেম]
শরীফ মনসুর খোন্দকার [মক্তব শিক্ষক, মোল্লা]
নসরুল্লাহ খোন্দকার [মক্তব শিক্ষক, কবি]

কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের আবির্ভাব নির্ণয় করার জন্যে দুই গবেষকপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্যে] ও ডক্টর আবদুল করিম [তাঁর সম্পাদিত শরীয়তনামার ভূমিকায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮১ সাল] সমুদ্রমন্থনের কিংবা গন্ধমাদন পর্বত বহনের শ্রম ও সময় বৃথাই ব্যয় করেছেন। অথচ শরীয়তনামাতেই গ্রন্থ রচনাকাল সুস্পষ্টভাবে দেয়া রয়েছে। গ্রন্থ সমাপ্তি অংশে কবি বলেছেন :

এবে কহি তুহ্মি সবে শুন মন দিয়া
পুস্তক আদায় সন লওত গনিয়া।
চন্দ্র ঋতু সিন্ধুপাশে গগনের বাস
সমুদ্র দিবস আদি হৈল ছয় মাস।
শরীয়তনামা বাণী লেখা সাঙ্গ ভেল
সনতারিখ লিখিবার শ্রধা বাড়ি গেল।
চতুর্বিংশ অগ্রাণের জোহর সমএ
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণএ।
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার।

চন্দ্র-১ ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন [সপ্ত আসমান]-৭ অতএব ১৬৭৭ শক তথা

১৬৭৭+৭৮ = ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর, ২৪শে অগ্রহায়ণের জোহরের সময়ে, বিংশ–২০, গ্রহ-৯ = ২৯শে রমজানের শেষে পয়লা শাওয়ালে ঈদের দিন ছিল সোমবার। [২৪শে অগ্রহায়ণে] গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। রচনা করতে সময় লেগেছে ছয়মাস সাতদিন। সুতরাং তাঁর শরীয়তনামা যদি শেষ গ্রন্থ হয়, তাহলে তাঁর প্রথম রচনা 'জঙ্গনামা' আর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মুসার সওয়াল' ১৭৫৫ সনের আগেই তথা আঠারো শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয় পাদেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। অতএব কবির কর্মজীবনের গোটা পরিসরই আঠারো শতকেই সীমিত থাকে।

তিনখানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩৩৭ সংখ্যক পুথিই পাঠনির্মাণে অবলম্বন করেছি ; এটিও খণ্ডিত।

৩৩৮ সংখ্যক পুথির আরম্ভ ৭ম পৃষ্ঠা থেকে, শেষ ২৩ম পৃষ্ঠায় ঃ

আরম্ভ : মুছার প্রণতি য়তি শুনি জগতের পতি
বোলে শুন নমাজ মহিমা
তম নাসি হইলে দুর উদয় না হইব সুর
ফজর নামাজ সে সমা।

শেষ : প্রভুর বচন শুনি হলে মর্ছাগত
য়চৈতন্য ছারি মুছা হইয়া চেত্য।

৩৩৯ সংখ্যক পুথির প্রথমাংশে আছে :

আরম্ভ ঃ প্রথমে প্রণাম করি প্রাণের ঈশ্বর
ঘটি প্রাণ রাখি নিরন্তর জুগাএ নিরন্তর।

শেষ ঃ বোলে নাম রেয়াজ বিহিস্ত বোলি কারে
বোলিলা রছিরুনে নজিরুন কুলি যারে।

এটির চারটে মান পত্র বিদ্যমান।

আর আমার অবলম্বিত ৩৩৭ সংখ্যক পুথির পাঠে শুরু থাকলেও শেষ নেই।

মুসার সওয়াল

[নস্‌রুল্লাহ্ খোন্দকার বিরচিত]

প্রথমে প্রণাম করি প্রাণের ঈশ্বর
ঘটে প্রাণ রাখিতে ভক্ষ্য যোগাএ নিরন্তর।

আপনা সখার রূপ খুঁজি নিজ গাএ
চক্ষে পুনি নিজ জুতি মুখেতে দিলা রাএ।
জিহবা দিলা নাড়ি নিতি লৈতে তান নাম
কর্ণ দিলা শুনিবারে তাহার কালাম।
নিজস্থানে চিত্ত দিলা নিতি মজিবার
নিকটে রহিল তথা নিতি স্মরিবার।
এক মুখে কি কহিমু বাখান তাহার
পুস্তক বর্ধন হৈব কি লেখিব তার।
তানপদে প্রণামিএ মোহাম্মদ নবী
স্বর্গদ্বার মুক্ত হএ যার পদ সেবি।
অনেক প্রশংসা যার কোরান মাঝার
সুরাত এয়াসিন, তাহা, লৈলাকেত' আর।
বিনি মুখে নিরঞ্জন প্রশংসিলা যাক
আমি না হইতাম যোগ্য 'আফালাক'।
যার পদরেণুর প্রভাবে আর্শ থির
যার হস্তে নিপতিব কওসরের নীর।
কে কহিতে পারে তান যথেক বাখান
অকূল সমুদ্র যেন প্রশংসা তাহান।
তানপদ প্রমাণিএ ভূরুযুগ পত্রে
আখের সমুদ্র পার তরণী উপাত্র।
কায়মনে লুড়ি সে কোমল যুগ পদ
এথেকে হইতে পারে নরক আপদ।
মাথা পিতা আদি আর যথ মান্যজন
একে একে সকলের বন্দিএ চরণ।
এবে কহি গুণিগণ কর অবধান
'মুসার সওয়াল' এক কিতাব প্রধান।
সে কিতাবে আছে বহু অশক্য কথন
জোয়াব-সোয়াল হৈল নিরঞ্জন সন।
বাঙ্গালে না বুঝে এই ফারসী কিতাব

না বুঝি ফারসীভাষে পাএ মনস্তাপ।
মোর মনে হৈল সেই কিতাব বচন
দেশীভাষে পঞ্চালিকা করিতে গ্রথন।
তেকারণে ফারসী করিলুঁ হিন্দুয়ানি
বুঝিবারে বাঙ্গালে কিতাবের বাণী।
আপনে বুঝে যদি বাঙ্গালের গণ
ইচ্ছাসুখে কেহ না দিবেন্ত পাপে মন।
পাপ হন্তে নিজ চিত্ত ফিরাই রাখিব
হৃদে মনে ধর্ম কর্ম সকলে করিব।
আপনা না চিন্তিলুঁ পর লাভ
মূর্খ সকলের খণ্ডাইবারে মনস্তাপ।
অন্যের উপকার কৈলে আখেরে উপাএ
তেকাজে আপনা দুঃখ চিন্তিলুঁ সদাএ।
শাস্ত্রমত কহি আহ্মি শুন মন দিয়া
উপকারী জন প্রতি করিবারে দোয়া।
ভক্ষ্য খাই তুষ্ট হই ভাল সকলে কহএ
পুষ্প তৃণ ভাল দ্রব্য দেখি দরুদ পড়এ।
তেন তুমি তুষ্ট এই পুস্তক দর্শনে
অবশ্য করিবা মোরে দোয়া এক মনে।
এথেক জানিয়া সবে হই হরষিত
অশুদ্ধ পাইলে শুদ্ধ করিবা তুরিত।

গ্রন্থোৎপত্তি

এবে কহি গুণিগণ শুন দিয়া মন
সেই কিতাবে আছএ যথ বিবরণ।
'তুর' নামে এক ক্ষুদ্র গিরি মনোহর
সব গিরি হন্তে গুণ ধরএ বিস্তর।
একদিন হজরত মুসা পয়গাম্বর
চলি গেলা সে গিরিত হরিষ অন্তর।

ইয়া রব্বু ইয়া রব্বু বুলি যদি ডাক দিলা
লব্ব লব্ব শব্দ মুসাএ শুনিলা।
সেই শব্দ শুনি মুসা হৈলা ধন্ধকার
লজ্জা ভয় উপজিল চিত্তের মাঝার।
মুসার মরম বুঝি প্রভু নৈরাকার
সদয় হৈয়া লাগিলেন্ত কহিবার।
যেবা মোর নাম ধরি ডাকএ মোহোরে
পদুত্তর লব্ব লব্ব দিমু আমি তারে।
তোহোর উপরে আহ্মি ধরিয়া গৌরব
কথবাক্য আলপিব জান নি সেসব।
প্রভুর উত্তর হেন শুনি নবীবরে
সজিদা করিয়া লাগিলেন্ত কহিবারে।
তুমি প্রভু জগপতি প্রেমের ঠাকুর
তোমা আজ্ঞা পাল আহ্মি দাস মতিভোর
যথ কিছু ব্যক্ত কৈলা বচন গোপত
দাসে কি কহিব প্রভু তোহ্মাতে বেকত।
পুনি নৈরাকারে বোলে করিয়া আদর
এক বাক্য কহি শুন মুসা পয়গাম্বর।
কভু না দেখিলুঁ তোক মোহোরে সেবিতে
স্নেহভাবে হৃদে মনে মোহোরে ভাবিতে।
তথাপি তোর প্রতি দয়া আদরিয়া
বাক্য আলাপিতে আছি মিত্রতা ভাবিয়া।
হেনকালে আসি বোলে ইব্লিস দুর্মতি
মুসা রসুলের স্থানে কৃপা করি অতি।
তোর মনে যেবা অদর্শনে বাক্য কহে
কদাচিত সেইজন নিরঞ্জন নহে।
নিরঞ্জন যদি হত কহ ব্যক্ত হইতে
তোর সঙ্গে যথসব বাক্য আলাপিতে।
ইব্লিস বচন শুনি মুসা পয়গাম্বর

লাগিলেন্ত নিরঞ্জন স্থানে কহিবার।
তুমি যদি হও মোর পরবদিগার
নিজরূপে প্রকাশ হও, আমি দেখিবার।
মুসাএ কহিল যদি অশক্য কথন
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র শুনিয়া ততক্ষণ।
জুতি বিনাশিয়া হৈল কালিমবরণ
খণ্ড খণ্ড হই গেল যথ বৃক্ষগণ।
আকাশ পাতাল আদি কাম্পে থরথর
না জানি কি হএ আজি মুসার উপর।
এথ শুনি নৈরূপ নিরেখ করতার
প্রেম উপেক্ষিয়া লাগিলেন্ত কহিবার।
শুন মুসা তোহ্মাতে নাইক কিছু জ্ঞান
অশক্য অপূর্ব কথা কহ মোর স্থান।
মোর রূপরেখ অতি ব্রহ্ম হুতাশন
নুরেতে দহিতে পারে এ তিন ভুবন।
তেকারণে থাকি আমি গোপত মন্দিরে
আহ্মি সর্ব দেখি মাত্র না দেখে আহ্মারে।
মোর রূপ হুতাশন প্রচণ্ড প্রতাপ
প্রকাশিলে সহিতে নারিবা তেজ তাপ।
মুসাএ বুলিলা তোর বাক্য শুনি আহ্মি
দেখিবারে শ্রদ্ধা অতি দেখা দেঅ তুহ্মি।
পুনি অন্তরীক্ষ শব্দ হৈল ততক্ষণ
তথাপিহ হঠবাক্য না ছোড় আপন।
ঝাটে উঠ আপনারে রাখ সাবধান
মোর কুদরুত তবে দেখিবা এখন।
এথ কহি জিব্রাইল প্রতি আজ্ঞা কৈলা
মুসার নিকটে শীঘ্র যাইতে বুলিলা।
ডান হস্ত বুকে রাখি পৃষ্ঠে বাম কর
মোর কুদরুত তারে দেখাঅ সত্বর।

তবে তাঁর দীল্ হতে কর্কশ পাষাণ
মোর কুদরুত্ত দেখি ছাড়িব জ্ঞান।
নিরঞ্জন আদেশে জিব্রাইল মহামতি
অনেক ফিরিস্তা লই আপন সংহতি।
মুসার নিকটে আসি বুলিলা গঞ্জিয়া
মূর্খের সদৃশ বাক্য কহ কি লাগিয়া।
বড়াই বচন কহি হৈলা গুনাগার
কিসকে কহিলা হেন বচন অসার।
জিব্রাইল মুখে শুনি মুসা পয়গাম্বর
মুহুশ্চিত [মূর্ছিত] হই পড়ে ভূমির উপর।
মুসার চরিত্র বুঝি প্রভু কৃপাময়
জ্ঞানযুত পুনি দিলা হইয়া সদয়।
অচৈতন্য ছাড়ি যদি চৈতন্য পাইলা
দাণ্ডাইয়া মুসা বহু কান্দিতে লাগিলা।
'আয় প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধান
অজ্ঞানে করিলুঁ পাপ করহ মোচন।
মোর অপরাধ ক্ষেম তুহ্মি ক্ষেমাকার
তুহ্মি বিনে পাতকীর গতি নাহি আর।'
মুসার কাকুতি শুনি জগত ঈশ্বর
সদয় হইল পুনি মুসার উপর।
সূঁইর মস্তকসম একবিন্দু নুর
প্রকাশিল দহি গেল সব কুহ্ তুর।
খণ্ড খণ্ড হই গিরি দহি ছারখার।
শিলাসব হইয়া গেল কালিম অঙ্গার।
সেই শিলা 'সুর্মা' নাম ধরএ সংসারে
মনুষ্যের চক্ষে দিলে চক্ষুজুতি বাড়ে।
মুসাএ দেখিল যেন ছটক দামিনী
তাহাতু অধিক শুদ্ধ প্রসিদ্ধ রোশনী।
সেই ছটকে যদি মুসা মূর্ছাগত হৈলা

তিনদিন তিনরাত্রি অচৈতন্য ছিলা।
অচৈতন্য ছাড়ি যদি চৈতন্য পাইলা
পুনি নিরঞ্জন পদে নিবেদন কৈলা।
আয় প্রভু নিরঞ্জন কৃপার সাগর
নিজরূপ দেখাইলা করিয়া আদর।
তবে অন্তরীক্ষ বাণী হইল তুরিত
তোর প্রত্যয় হেতু নুর দেখাইলুঁ কিঞ্চিত।
কিঞ্চিতের তাপ তুহ্মি সহিতে না পারি
মুহুর্চ্ছিত হৈলা তুহ্মি আপনা পাসরি।
এই মুখে কহ মোরে জুতি প্রকাশিতে
আপনার নিজ রূপ তোরে দেখাইতে।
এথ শুনি মুসাএ করিলা দণ্ডবত
তোহ্মার কৃপায় দেখিলু জুতিপুত
মোর বাক্য অনুরূপে মোরে কৈলা দয়া
তেন মোরে কৃপা কর পদুত্তর দিয়া।
হেন কিছু নৈরাকার শিখাও আহ্মারে
আসিতে পারি যেন তোহ্মার গোচরে।
বিনিমুখে নিরঞ্জন কহিলা মুসারে
এক মহামন্ত্র আছে না দিছি কাহারে।
রাখিছম মোর সখা মোহাম্মদ নবী
স্বর্গদ্বার মুক্ত পাইবা যার পদ সেবি।
তাহার উম্মত যথ সবের কারণ
রাখিয়াছি সেই মন্ত্র করিয়া যত্তন।
সেই মোহাম্মদের কলিমা কহ তুহ্মি
বোল যদি এইক্ষণে শিখাইব আহ্মি।
মুসা বোলে শিখিলে কি গুণ ধরে তার
প্রভু বোলে তার গুণ ধরএ অপার।
আকাশ পাতাল আদি সয়াল সংসার
যথকিছু সব আছে তাহার মাঝার।

তরাজুত একদিকে সেসব ধরিলে
অপর দিকে কলিমার প্রদীপ থুইলে।
তথাপি কলিমা সম না হৈব আর
কলিমার দিকে ভার হৈব অপার।
মুসাএ বুলিলা প্রভু করিলুঁ কবুল
শিখাইয়া দেঅ মোরে কলিমা রসুল।
ততক্ষণে শিখাইল শিখিয়া মুসাএ
পুনি বোলে আয় প্রভু জগতের রাএ।
আর কিছু শিখিবারে শ্রধা হৈল অতি
যেহেন সন্তোষ তুহ্মি হইবা মোর প্রতি।
প্রভু বোলে নিতি কহ দরুদ তাহার
ততোধিক মন্ত্র নাহি জগত মাঝার।
মুসা বোলে পড়ি যদি সেই মন্ত্র নিতি
পাইমুনি তোহ্মার নিকট হৈতে শক্তি।
প্রভুএ বুলিলা গুণ ধরএ বিস্তর
একে একে কহি শুন মুসা পয়গাম্বর।
মোর সখা মোহাম্মদ না সৃজিতুঁ যবে
না সৃজিতুঁ আকাশ পাতাল মর্ত্য তবে।
বিহিস্ত দোজখ আর ফিরিস্তার গণ
সৃজন করিলুঁ মুঞি তাহার কারণ।
তান প্রতি তুহ্মি যদি না আন ইমান
করিমু নরক কুণ্ডে তোহ্মা নিজস্থান।
যত্তনে সৃজিলুঁ আহ্মি বিহিস্ত সকল
লক্ষ লক্ষ ধুরাহর অধিক নির্মল।
যথ বৃক্ষ তথ আছে কলিমা লিখন
বিনি কলিমাএ টঙ্গি না হৈল সৃজন।
তান প্রতি তুহ্মি না রাখিলে প্রীতিভাব
মোর দ্বারে তোর কভু নাহি সিদ্ধি লাভ।
পুনর্বার জিজ্ঞাসিলা মুসা পয়গাম্বর

কহ আর তব প্রীতি কাহার উপর।
সত্য করি কহ প্রভু জগতের পতি
মোর প্রতি দয়া কিবা মোহাম্মদ প্রতি।
বুলিলা তাহান সঙ্গে মোহোর মিত্রতা
যার নাম রাখিলুঁ জীবনের পিতা [মিতা ?]
তাঞি বিনে কেহ নাই মোর প্রাণবন্ধু
মাত্র কায়া ভিন্ন এক প্রাণ মিত্র সিন্ধু।
সেহ মোর প্রাণসিন্ধু তুহ্মি কলিমুল্লাহ
কলিমুল্লাহ কভু নহে সম হবিবুল্লাহ।
অদর্শনে বাণী শুন কুহ তুরে আসি
তাঞি আলাপিব বাক্য আর্শ 'পরে আসি।
তুহ্মি শব্দ শুন মাত্র, না দেখ আহ্মারে
তানে দেখা দিব আহ্মি বসাই নিয়ড়ে।
চক্ষুর অন্তরে যেন কালিম পুতলি
তা হন্তে নিকটে থাকি তান রসে ভুলি।
কেহ যদি তানে ঘৃণা মনেত আনএ
নরককুণ্ডলে তানে দহিব নিশ্চএ।
সংসারেত মোহাম্মদ যদি না হৈত
একবিন্দু নীরঘন কভু না বর্জিত।
অনেক মহিমা তান ত্রিলোক মাঝার
যথেক কহিল আহ্মি তাহান প্রচার।
তাহান উম্মত যথ ফকির জাহিদ
মুসলমান মুমিন আলিম আবিদ।
সে-সকল না হইত সংসার মাঝার
নারকী নরক হন্তে না হৈত উদ্ধার।
সাকের সাবেরগণ যদি না হইত
পাপীগণ পাপ হন্তে মুক্ত না হৈত।
পাপ করি তওবা না করে যে সকলে
নরকে পড়িয়া দুঃখ পাইব পাপ ফলে।

এসব মহিমা দিছি তান উম্মতেরে
তেহেন বড়াই না দিছম আর কারে।
মুসাএ বুলিলা পুনি করি নিবেদন
দোষ যদি ক্ষেম প্রভু জিজ্ঞাসি বচন।
তবে শব্দ হৈল মুসা না বাসিঅ ভীত
যথেক জিজ্ঞাস তুহ্মি কহিমু নিশ্চিত।
প্রভুর আদেশ পাই মুসা পয়গাম্বর
পুলকিত হই তনু লাগে কহিবার।
তাহান উম্মত কিবা উম্মত আহ্মার
কাহার উম্মত 'পরে গৌরব তোহ্মার।
বোলে পয়গাম্বর উম্মত সব হোতে
তাহান উম্মত প্রতি প্রীতি রাখি চিতে।
এথেক গৌরব কেনে তা সব উপর
কহ কহ বলি কহে মুসা পয়গাম্বর।
বোলে সে সকল মোর সখার উম্মত
মিত্র কিবা মিত্র মোর হও একমত।
কেহ যদি মিত্রতা করএ কার সনে
তাহার কুকুর দেখি হই তুষ্ট মনে।
শিরে কর বুলাই চুম্ব ঘনঘন
মিত্রের সদৃশ দেখি মিত্রের শোহন [দোহন?]
আর দশ কর্ম দিছম সেসব করিতে
সেই কর্ম করি সব বিহিস্তে যাইতে।
আর আর রসুলের উম্মত সবেরে
না দিছম এই দশ দ্রব্য সে সবেরে।
মুসা বোলে কোন দশ বস্তু মনোহর
সে সবেরে সমর্পিলা গৌরব অন্তর।
তবে প্রভু জগপতি নিরূপ নিরেখ
কহিবারে লাগিলেন্ত সে-কর্ম যথেক।
'নামাজ কলিমা রোজা জাকাত যে হজ্ব

জুমাহ নামাজ হজ্জ রতিস্নান ফরজ।'
আশূরার দশকর্ম লায়ল-কদর
এহি দশ কর্মে জান বিহিস্ত সবার।
এই দশকর্ম বিনে আর দশ কর্ম
কি কহিমু সেই কর্ম কৈলে মহাধর্ম।
মোহর আপনা জানি দিলুঁ সে সবেরে
তাহান প্রসাদ পাইব বিহিস্ত মাঝারে।
জিজ্ঞাসিলা মুসাএ সেকর্ম কিবা নাম
বোলে নাম 'রেয়াজ' বিহিস্ত-অনুপাম।
মুসা বোলে রেয়াজ বিহিস্ত বোল কারে
বুলিলা 'বশিরুন নজিরুন' বোলে তারে।
মুসাএ বোলে তার অর্থ কহ শুনি
সন্তাপিত চিত্ত মোর না বুঝি আপনি।
বোলে মোর সখার উম্মত মাঝার
জন্মিবেক মহামহা আলিম অপার।
সভাতে বসিয়া সবে দিব উপদেশ
যেন মতে না করন্ত পাপেত প্রবেশ।
সদাএ করন্ত সবে বিহিস্তের আশ
নরকেত রহিতে ভয় করিবা প্রকাশ।
এহি কর্ম করে যদি হএ বহু দোষ
প্রভুএ ক্ষেমিবা দোষ হই পরিতোষ।
মুসাএ বুলিলা সত্য যথ কহ তুহ্মি
'তাউরাত' কিতাব মধ্যে দেখিয়াছি আহ্মি।
কলিমা 'তেয়ব যদি পাপীসবে পড়ে
গিরিসম পাপ খণ্ডখণ্ড হই ঝরে।
কহে হীন নসরুল্লাহ মনসুর তনএ
কলিমা তৈয়ব যথ মহিমা ধরএ।
এহেন কলিমা তোরা হেলা না করিঅ
হৃদে মনে সর্বক্ষণ কলিমা পড়িঅ।

নামাজ প্রসঙ্গ। দীর্ঘছন্দ।

পুনি প্রভু নিরঞ্জন মুসা রসুলের সন
কহিতে লাগিলা রঙ্গমন
যদি বনি ইস্রাইলে কেহ্ এক পাপ কৈলে
তারে ভাণ প্রকটি এখন।
হই অতি পরিতোষ [খণ্ডিতে তাদের দোষ]
সহিতে নারি তার তাপ ...
সে সকল মিত্র প্রতি গৌরব ধরিয়া অতি
সেবিতে দিবাম পঞ্চক্ষণ
সেসবের যথগুণ কি কহিমু নহে উন
পাপ নাশে বাড়ে পুণ্যধন।
অনেক মহিমা তার যদি করে প্রচার
কহিতে নাহিক কোন ডর
গুণ তার শুনি আর হইবা ধন্ধকার
ধন্ধ হৈয়া রহিবা চিত্তে ভোর।
ধর্মের [আল্লাহর ?] মুখেত শুনি সে সব মহিমা বাণী
মনেত জন্মিল হাভিলাষ
বোলে মুসা পয়গাম্বরে শুনিবারে শ্রধা করে
কহ্ যদি করিয়া প্রকাশ।
মুসার প্রণতি অতি শুনি জগতের প্রতি
বোলে শুন নামাজ মহিমা
তম নাশি হৈলে নুর উদয় না হৈতে সুর
ফজর নামাজ সে সমা।
একহি রাকাতে তাতে পুণ্য হএ শতে শতে
কৃপা মোর সত্তর হাজার
মোর মিত্র জন জানি ভিন্ন দেহ একপ্রাণি
সে সবেরে দিলুঁ সেবিবার।
সুর্যমুখ ফিরাইলে পশ্চিমে দৃষ্টি কৈলে

জোহর নামাজ নাম তার
এক এক রাকাতে তার নেকিবদি সাথে
পুণ্য লিখি সত্তর হাজার।
সত্তর হাজার পাপ দূর করি করি মাফ
দিলুঁ সে সকলে করিবার।
সূর্য অস্ত নাহি হৈতে মোর সেবা চিত্তে দিতে
সমর্পিল নামাজ আসর
এক এক রাকাতে এক এক টঙ্গি তাতে
বিহিস্তেতে দিমু মনোহর।
অহ:মনি জুতিহানি লুকাইলে মুখখানি
মগরিব নামাজ নিশ্চএ
এক এক রাকাতে পুণ্য ধরে বহুমতে
পয়গাম্বর পুণ্য সম হএ।
নিশিপ্রাত: সময় যবে এশার নামাজ তবে
সে নামাজ কর সে সকলে
জীব-হর কষ্ট হোতে এড়াইব সেবা মতে
দু:খে চিত্ত না হৈব বিকল
কহে হীন নসরুল্লাহ নামাজের হৈলে বেলা
নামাজ করহ সবে মিলি
নামাজ গুণের সিন্ধু সেবাকর ধর্মবন্ধু
একমন কর রস ভুলি।
কথকথ মূর্খ করে উপহাস্য নামাজেরে
সেহ জন কুকুর শূকর
বান্দার যথেক পাএ ভালমন্দ সব খাত্র
কিবা যে দোসর বান্দর।
মণিমুক্তা কিবা হএ সবের নহ কি জানএ
রজত কি চিনিব কামারে
ঠাঠারের কি ঔজ্জ্বল্য করিতে হেমের মূল্য
তাম্র মূল্য করিবারে পারে।

এথা উপহাস্য করি তথা নরকেত পড়ি
দুঃখ পাই জন্মান্তরে
আর যথ সেবা আছে সব নামাজের পাছে
কহি দিলুঁ শাস্ত্রের উত্তরে।
একদিন পয়গাম্বরে আসহ্বা সভানেরে
আদরি লাগিলা কহিবার
মুমিন কাফির মাঝ সীমাখানি এ নামাজ
নামাজ না কৈলে একাকার।

রোজা প্রসঙ্গ। খর্বছন্দ।

নামাজ মহিমা শুনি মুসা পয়গাম্বর
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত প্রভুর গোচর।
রোজার মহিমা শুনিবারে অভি সাধ
যদি কহ নিরঞ্জন ক্ষেমিয়া অপরাধ।
বুলিলা যেসবে রাখে রোজা একমাস
আদি অন্ত যথ পাপ সব হৈব নাশ।
জগত ঈশ্বর প্রভু বোল কিবা ফল
রতিস্নানে কিবা পুণ্য পাইব সকল।
হজ পাপ নাশে জগতেত পুণ্য অতি
মোহোর অধিক প্রীতি তাহার সংগতি।
রতিস্নানে অঙ্গ হোন্তে পড়ে যথবিন্দু
শতে শতে পুণ্য হএ একে এক সিন্ধু।
দোজখের পুরে বান্দা যাএ তা সবার
মুকুলিত হএ অষ্ট বিহিস্ত দুয়ার।
শেষ শোণিত অল্প আয়ু বলহীন
আর আর রসুল উম্মত হোন্তে ক্ষীণ।
আয়ু হৈব শত কিবা দ্বিশত বছর
তাথু 'ধিক না রহিব জগত ভিতর।
পঞ্চাশ বৎসর হৈলে আয়ু তা সবার

ফিরিস্তার সঙ্গে হৈব পিরীতি তাহার।
সত্তর বৎসর আয়ু হইব যেক্ষণ
আদি অন্তপাপ যথ করিব মোচন।
একশত অব্দ হৈলে কলম তুলিমু
সেসবের পাপ কভু পুনি না ক্ষেমিমু।
ধর্মের [আল্লাহ্ অর্থে] শুনি মহিমা অপার
কহিতে লাগিল মুসা পুনি পুনর্বার।
তোহ্মা পাশে নিবেদিতে মনে অতি সাধ
দয়া যদি কর প্রভু ক্ষেমি অপরাধ।
তবে মুঞি নিবেদন পারম করিতে
প্রভুএ বুলিলা মুসা কহ হরষিতে।
মুসাএ বুলিলা প্রভু অনাদি নিধান
দর্শন করিতে চাহি সে সবের সন।
প্রভু বোলে সে সবেরে পাইবা কথাত
সেসবেরে সৃজিমু আখের জামানত।
সেসবের অবধি তুহ্মি জগে না থাকিবা
মোর সখা উম্মতেরে কেমতে দেখিবা।
মাত্র তোর চিত্তে যদি অতি হাভিলাষ
শুনিবারে সেসবের স্বপ্ন পরকাশ।
হেনকালে আর্শ হোন্তে শব্দ নিকলিল
লব্বক লব্বক শব্দ মুসাএ শুনিল।
মুসাএ বুলিল প্রভু এ শব্দ কাহার
কেবল সুস্বর ধ্বনি কুকিলা আকার।
বুলিলা মিত্রের উম্মতের সেই ধ্বনি
জন্মাবধি শুনিছনি হেন মিষ্ট বাণী।
মুসাএ বুলিলা প্রভু জগত ঈশ্বর
জন্মভরি নাহি শুনি হেন সুধাস্বর।
সেসব বড়াই প্রভু দিছে তা সবেরে
তেহেন মহিমা না দিয়াছে আর কারে।

সব হোন্তে শ্রেষ্ঠ কৈলা তা সব বড়াই
সেসব সদৃশ্য কেহ সংসারেত নাই।
এসব মহিমা দিছ তান উম্মতেরে
না জানি মহিমা কথা দিয়াছ মিত্রেরে।
তান সঙ্গে মোর প্রভু হাসর করিবা
কেয়ামতে তানে মোরে একত্রে রাখিবা।
তাহান প্রভাবে মোর হইব বড়াই
তাহান পিরীতে পাইমু তোহ্মা কাছে ঠাই।
প্রভু বোলে হেন শ্রধা যদি আছে মনে
অবশ্য রাখিমু তোরে মোহাম্মদ সনে।
প্রলয়ের কালে মোর মিত্রের সভাত
রহিবা মিত্রের সঙ্গে তাহান মেলাত।
মুসাএ বুলিলা প্রভু ভীত বাসি মন
করিতে তোহ্মার পদে এক নিবেদন।
মুসার প্রীতি বাক্য শুনি আপে নৈরাকার
অতি হরষিতে লাগিলেন্ত কহিবার।
শুন মুসা যথ কিছু জিজ্ঞাসহ তুহ্মি
সহরিষে একে একে কহিবাম আহ্মি।
তবে মুসা পয়গাম্বর অতি মনোরঙ্গে
বাক্য আলাপিলা পুনি নৈরাকার সঙ্গে।
কহ প্রভু নিরেখ নিরূপ নৈরাকার
পড়িতে দেখিলুঁ আহ্মে তৌরাত মাঝার।
এক গোত্র জনমিব সংসার মাঝার
অবিরত প্রভু সেবা করিব অপার।
সে সবের চিত্ত হৈব অতি জুতির্মএ
আকাশ নক্ষত্র জুতি সমান না হএ।
সে সবেরে কর প্রভু মোহোর উম্মত
দেখিলুঁ সে সকল অতি ভাল গত।
প্রভু বোলে সেসব উম্মত মোহাম্মদ

তা সব নিকট কভু না পাইব আপদ।
পুনি মুসা জিজ্ঞাসিলা করিয়া কাকুতি
কহ প্রভু জগন্নাথ মোহোত সম্প্রতি।
দেখিলুঁ আর এক গোর [গোত্র] পুণ্যবন্ত
এক পুণ্য কৈলে দশ পুণ্য পাইবেন্ত।
সে সবেরে কর প্রভু উম্মত মোহোর
মুঞি সেবাকার প্রতি করিয়া আদর।
সে সকল মোহাম্মদ উম্মত বুলিলা
'তোর যুক্ত নহে পুনি' মুসা জিজ্ঞাসিলা।
আর গোর [গোত্র] দেখি মুঞি বহু তুষ্ট হৈলুঁ
সে সব মনুষ্য হোন্তে উত্তম দেখিলুঁ।
শিরেত শোভিত 'ধিক উত্তম পাগড়ী
মধ্যভাগে দীঘল মালা রহিব পরি।
সহস্র সহস্র লোক সে মালাত ধরি
বিহিস্তে যায়ন্ত চলি ধর্ম [ঈশ্বর] নাম স্মরি।
মোহোর উম্মত প্রভু কর তা সবারে
দয়া যদি কর প্রভু মুঞি সেবাকারে।
বিনিমুখে নিরঞ্জনে দিলা পদুত্তর
শুন শুন কহি আয় মুসা পয়গাম্বর।
সে সব উম্মত জান মোহোর সখার
বহু পুণ্য করিবেন্ত সংসার মাঝার।
আর এক গোর [গাত্র] প্রতি ধরে বহু গুণ
ধৈর্যবন্ত পুণ্য জ্ঞানে নহে পুনি উন।
প্রলয়কালে নিজ গোরেতু [কবর] উঠিয়া
বিহিস্তে চলিয়া যাইব হিসাব না দিয়া।
মোর প্রতি দয়া অতি কর নৈরাকার
সেসব বিহিস্তী কর উম্মত আহ্মার।
প্রভুএ বুলিলা শুন রসুল উম্মতে
তোহ্মার উম্মত বোল করিমু কেমতে।

সে সকল ধৈর্যবন্ত ফকির জাহের
দিবারাত্রি মোর সেবা করিব বিস্তর।
মুসা বোলে আয় প্রভু সংসারের পতি
এ সব মহিমা দিলা সে সবের প্রতি।
যদি মোর উম্মত না কৈলা সে সবেরে
মোহাম্মদ রসুল উম্মত কর মোরে।
মুসার বচন শুনি প্রভু নৈরাকার
অতি হরষিতে লাগিলেন্ত কহিবার।
কিমতে কহসি মুসা এথেক কথন
না শুনি না বুঝি কহ অশক্য বচন।
তুহ্মি যেন তাহ্নি তেন মোর রায়বার
কেমতে হইবা তুহ্মি উম্মত তাহার।
তবে মুসা পয়গাম্বর করিলা সোয়াল
কহ কহ পুনি প্রভু ঈশ্বর ভূপাল।
তোর বান্দা হোন্তে পবিত্তর কোন জন
তোর সেবা করি তোষে তোহোরে সঘন।
আচম্বিতে মহাশব্দ হৈল ততক্ষণ
যদি জিজ্ঞাসিলা তবে শুন দিয়া মন।
অবিরত যেবা মোরে করএ কল্পন
সুখকালে কিবা কষ্ট করএ স্মরণ।
সে সবের অঙ্গখানি অতি পবিত্তর
অনুক্ষণ থাকিবেন্ত মোহর গোচর।
পুনি মুসা বোলে প্রভু কেবা বলবান
বোলে যেবা লোভ বীর্য কৈলা খানখান।
পুনি পুছে কেবা হএ শুদ্ধ মুসলমান
বোলে নিজ মায়া ত্যাজ্য করিয়াছে জ্ঞান।
পুছিলা 'রহিম' প্রভু বুলিএ কাহারে
বোলে নিজ জানি যেবা মোরে দোয়া করে [?]
বুলিলা ছাড়িব বলবন্ত কোন জনে

বোলে যেবা শত্রু জানে মুনাফেকগণে।
পুণ্যবন্ত কেবা হএ পুনি জিজ্ঞাসিলা
'যেবা পড়শীরে মিত্র রাখএ' বুলিলা।
বুলিলেন্ত 'বাতুল' অধম কেবা হএ
বুলিলা 'সালামে' যেবা 'বখিলি' করএ।
বোলে তুহ্মি কার 'পরে হও পরিতোষ
বোলে যেবা ভাল করে করএ সন্তোষ।
'তোতে-নি আছএ শ্রধা মোর মিত্র হোতে
মুসা বোলে মোর শ্রধা আছএ নিশ্চিতে।
বুলিলা যাচক প্রভু না কর নৈরাশ
মোর মিত্র যেবা পূরাইব তার আশ।
মোর মন চাহ-নি পালিতে অনুক্ষণ
ফিরিস্তা এ চিন্তিবারে তোহোর কারণ।
মুসা বোলে মোর মনে বহু হাভিলাষ
তোর চিত্ত ধরাই রহিতে তোর পাশ।
বুলিলা জিকির মোর কহ নিরন্তর
হারামেতু নিজ চিত্ত রাখ দূরান্তর।
বিহিস্ত পাইতে যদি কর হাভিলাষ
মুসলমান মুমিনের পূরাইবা আশ।
পুনি বোলে চাও নিত্য মুসা পয়গাম্বর
তরাজুর পুণ্য দিকে হইবারে ভার।
মুসাএ বুলিলা হেন পাইমু কথাত
বোলে নীতিবন্ত কর মনুষ্য সভাত।
পুনি বোলে দিন প্রতি সত্তর হাজার
মাগনি তোহ্মার প্রতি কৃপা করিবার।
মুসা বোলে হেন ধন পাইমু কেমনে
তোহ্মাপদে নিবেদিতে ভীত বাসি মনে।
মুসার বচন শুনি বোলে বিধাতাএ
এতিম সবেরে দোয়া কর সর্বথাএ।

বাপহীন শিশু দেখি করিলে আদর
মোহোর কৃপার দৃষ্টি তাহার উপর।
পুণ্যবন্ত হৈতে মুসা যদি আছে মনে
অবিরত দেখিবেন্ত বিরস বদনে
পিতাহীন শিশু কিবা অতিথির গণ
যেবা সন্তোষিবে সবে সন্তোষিত মন
পুনি বোলে অনাদি নিধান করতার
সেসব তাড়না হোন্তে চাহ নি নিস্তার।
মনকীর নকীর আসি করিব পুছার
তা সব জিজ্ঞাসে ভয় জন্মিব অপার।
মুসা বুলিলা মোর মনে শ্রধা অতি
বোলে মুসলমান না তিষ্ঠে নরকে সম্প্রতি।
রসুল উম্মত সম পুণ্য চাহ যদি
এই মহামন্ত্র তুহ্মি পড় নিরবধি।
প্রভাতে নামাজ পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ্
পঞ্চ বিংশ বার পড় মুসা করিমুল্লাহ্।
অনুক্ষণ যে সকল করে পুণ্য কর্ম
বহু পুণ্য হএ তার হৈবা মহাধর্ম।
মোহাম্মদ উম্মতের এথেক মহিমা
মুসা পয়গাম্বর নহে সেসবের সমা।
কহে নসরুল্লাহ হীন পাঞ্চালী পয়ার
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ কর প্রতিকার।

নানা পুণ্য প্রসঙ্গ । যমকছন্দ।

মুসা পুনি মনে শুনি কৈলা নিবেদন
কিবা কর্ম কিবা ধর্ম কহ নিরঞ্জন।
যে সকলে কুতুহলে এলম শিখলে
কিবা ফল তার বোল প্রলয়ের কালে।
ততক্ষণে নিরঞ্জন দিলা পদুত্তর

মুখ তার অন্ধকারে হৈব মনোহর।
হরিষেত রঙ্গ চিত্তে বিহিস্তে রহিব
হুর সঙ্গে মনোরঙ্গে নিশ্চিন্তে থাকিব।
বোলে প্রভু জগন্নাথ ভালাই করিলে
আপনার ইষ্ট সার কিবা ফল মিলে!
বোলে দীর্ঘ আয়ু বর্গ বাড়িব বহুল
দোয়া যথ পড়ে করিএ কবুল।
মুসা ফিরি ভূমি ধরি আপনার শির
চক্ষু হোন্তে সিন্ধু বিন্দু গালি নীর।
প্রভুর স্থানে যেবা স্নানে অঙ্গ পবিত্তর
শুদ্ধ অতি করি মতি জিজ্ঞাসে উত্তর।
তুহ্মি প্রভু জগবন্ধু পাদুকা সংসার
মোর প্রতি দয়া অতি কর অধিকার।
গুরু পিতামাতা পীরে যেবা সেবা করে
পুছি তোরে কহ মোরে কিবা ফল ধরে।
মুসা পুনি বাণী শুনি মুমিনপাল
সহরিষে মন আশে বুঝিলা ততকাল।
পাপ যথ কর তথ কিবা মিথ্যা-লাভ
একে একে সকৌতুকে সব করে মাফ।
সুধাস্বরে পয়গাম্বরে পুছে পুনর্বার
তৈয়ব কলিমা শিখ কিবা ফল তার।
বোলে যেই পড়ে সেই কলেমা তৈয়ব
রৈব রঙ্গে হুর সঙ্গে বিহিস্তে সে লাভ।
ফকিরে মিসকিনে যেবা দিল ভাত
ফল কিবা তারে দিবা কহ প্রাণনাথ।
করতারে বোলে তারে করিমু পবিত্র
পরিতোষে ক্ষেমা দোষে ক্ষেমুমু সহস্রে।
পয়গাম্বরে ধীরে ধীরে পুছে পুনর্বার
রতিস্নান করে জলে কিবা ফল তার।

যথ বিন্দু হোন্তে সিন্ধু হোন্তে ঝরে জল
এ৻ক দশ মহারস পাইবা নেকী ফল।
বোলে মুসা কহ সাঁচা কথ কহ তুহ্মি
হরষিত রঙ্গচিত্ত হইলাম আহ্মি।
আর এক কথা মোরে কহ নৈরাকার
জুমাবার গোসলের কিবা ফল তার।
মুসা তরে অথান্তরে বোলে নৈরাকার।
তার ঠাই কভু নাই হিসাব সুমার
পুনি বোলে কুতুহলে মুসা পয়গাম্বর
কহ মোর প্রতি স্বর আয় প্রাণেশ্বর।
রোগীগণ যাই ঘর করিলে পুছার
কিবা ফল তার বোল কিবা অধিকার।
মোর দৃষ্টি কৃপাবৃষ্টি তাহার উপর
কহি শুন তার গুণ আছএ বিস্তর।
তান আলয়ে যাইতে হয় যথেক কদম
পাত্র প্রতি পুণ্য অতি তাহার লেখম।
প্রভু ধ্বনি মুসা শুনি হইলা হরিষ
নাগ ডংশে মহাশীষে উপ্জারিল বিষ।
দৃষ্টি আসে দৃষ্টি শ্বাসে যেহেন কুম্ভীর
প্রভুপদে রাখি চিত্ত চক্ষু গালি নীর।
পয়গাম্বর সুস্বরে কৈলা নিবেদন
কিবা ফল তারে দিল মিত্রের কাফন।
বোলে শুন যথ গুণ কিবা ফল তার
তারে দিমু পৈরাইমু স্বর্ণ অলঙ্কার।
বাক্য পুছ মধুরস যদি জিজ্ঞাসিলা
পুণ্য কিবা হএ যেবা জানাজা কহিলা।
বোলে যথ কাইক [কদম] যায়ন্ত জানাজা
কান্ধে ধরি হস্তে ধরি জানাজার খাট।
াঝে নানা সাজে দীর্ঘ টঙ্গি ঘর

একেক কাণ্ডিকে [পদক্ষেপ] একে দশ মনোহর।
পয়গাম্বর ধীরে ধীরে পুছে পুনর্বার
মোর প্রতি দয়া অতি কর অধিকার।
তোর ঘর মনোহর দিল যে সকলে
কহিবা যে তোর ফল কিবা আসি মেলে।
টঙ্গি ঘর মনোহর এহার কারণ
স্বর্গ মাঝে নানা সাজে করম সৃজন।
মুসানবী বোলে তুহ্মি মোর দ্বীন জান
লেঙটারে যেবা যবে বস্ত্র কর দান।
কি সোয়াব সেইসব পাইব আখেরে
প্রেমেশ্বর কহ মোরে বুলিএ তোহ্মারে।
বোলে তানে দিবা স্থান বিহিস্ত মাঝার
শোভাকার অলঙ্কার সত্তর হাজার।
পুনর্বার পদুত্তর মুসা যদি পাইলা
পুলকিত তনু চিত আনন্দিত ভেলা।
চাতকীর সমসর নব নীর পানে
দরশন পাইল যেন ভাবিনীর [প্রেমিকার] সনে।
মুসা ফিরি দৃষ্টি করি ধর্মের [আল্লাহর] দিকএ
শির নমি ভুমি চুম্বি পুনি নিবেদএ।
পড়শীরে মান্য করে তার কিবা ফল
কহি মোরে চিত্ত ঘোর ঘুচাও সকল।
বোলে জগে সুখ ভোগে এথা স্বর্গবাস
হুর সঙ্গে রসরঙ্গে এথা হাভিলাষ।
পুনি আহসানেত মুসা করিলা সোয়াল
মোর প্রতি দয়া অতি কর মহীপাল।
অতিথিরে মান্য করে কিবা তার ফল
কহ মোর অধিকারী সংসারে সয়াল।
বোলে তার পাপ সকল না ক্ষেমিব....
যেবা নর তোর ডরে কাঁপে থরথর

কহ রাজা কিবা 'জজা' [শাস্তি] তাহার সত্বর।
নৈরাকারে বোলে তার বিজুলি আকার
মোর ডংশে মনোরঙ্গে শঙ্কা হৈব পার।
তাহা শুনি মুসা পুনি করিলা পুছার
আর এক বাক্য কহ প্রভু নৈরাকার।
পুণ্যবন্ত পাপ হোন্তে কাহাকে ফিরাইলে
তাকে কিবা ফল দিবা কিবা আসি মিলে।
বোলে অতি তার প্রতি 'বোল' হরষিতে
তাহাতেই অতি ভয় যেবা রাখে চিতে।
প্রলয়ের কালে তারে নাহিক সংশয়
দুঃখ তার কভু তার নাহিক নিশ্চয়।
পুনি বোলে কুতুহলে আয় দীননাথ
কহ তুহ্মি শুনি আহ্মি তোহ্মার সাক্ষাত।
যে সকলে ধনে মালে কোন না চিন্তিল
লোভ পরিহরি, ধরি 'সাবুরি' রহিল।
পুণ্যকণ্ঠ কহ মোত আয় প্রাণপতি
বোলে কহি শুন অহে পুণ্যবন্ত অতি।
এ সত্তর পয়গাম্বর পুণ্য দিমু তানে
পয়গাম্বর সমসর পুণ্য গুণবানে।
কহিবেক আর এক সোয়াল প্রকাশ
কহি আয় প্রাণরায় পুরাও মনোআশ।
ইচ্ছাধীন যেই জনে পড়এ নফল
পুছি তোরে কহ মোরে তার কিবা ফল।
বোলে নহে তার ঠাই নরক অন্তরে
গোর মধ্যে দিমু আদ্যে ছাটি মনোহরে।
প্রভুবাণী হিত জানি মুসা পয়গাম্বর
পুনি পুনি শুনি শুনি পুছন্ত উত্তর।
আপনার পুত্র দারা যেসবে পালিল
তৃষ্ণা ভুঁখে দুঃখে তারে দুঃখ নাহি দিল।

কিবা জজা [বিচার] তার রাজা কহত আহ্মাত
নিবেদন কৈল জান তোহ্মার সাক্ষাত।
পদুত্তর দিল পত্রে পাপপুণ্য তারে
ধর্মবন্ত লেখিবেন্ত হুকুম আহ্মারে।
পুছে মুসা যবে যেই সবে গুনা করেন্ত
কি হইলে কি পাইব সেসব মহন্ত।
বোলন্ত অগ্নি হোন্তে করিব মোচন
না করিব সে সবে নরকে গমন।
পুনি বোলে হিমজলে ওজু যে করএ
কিবা পুণ্য কিবা ধন্য কিবা ধর্ম হএ।
ধর্ম [ঈশ্বর] বোলে কুতুহলে যথ ফোঁটা জল
ফোঁটা প্রতি পুণ্য অতি তার ধরে ফল।
তৃষ্ণার্তের যেবা মন তোষে দিয়া পানি.......
মুসলমান হিংসা বশে দোষ প্রচারিলে
যথ নেকী তথ বদি পৃষ্ঠে আসি মিলে।
পড়শী সবের সেবা যেবা না চিন্তিল
নানা বুলি গালাগালি করিতে আছিল।
দেখিবারে নাহি পারে দেখি ফুটে আঁখি
পড়শীর প্রতি রিষে রোষে হয়ে মনদুঃখী।
বোলে শুন আছে ফল নরকের তলে
তাম্বুল কাফুর বিষ্ঠা খাইব সে সকলে।
যেই মুখে গালি সুখে দিল পড়শীরে
সেই মুখে বিষ্ঠা সুখে খাইব সে সকলে।
যেই বাক্য আরি শোকে মুখে বাতাইলে
হস্ত নাড়ি আগুবাড়ি পটলে উঠাইলে[?]
চক্ষু ফুড়িবেক ধরি লোহার ত্রিশূলে।
পদবেড়ী হস্তধরি আগুনির তলে....
যেই গ্রীবা সেই জিহবা ভেঙ্গাইয়া নারী
গ্রীবা ভেদি জিহবা ছেদিবেক লোহাপুড়ি।

গুণিগণ সবে শুন পড়শী বচন
পড়শী সঙ্গে মনরঙ্গে না কর কন্দল।
গলাগলি মিলিমিশি রহ সর্বক্ষণ।
পড়শীর এ উত্তর আছে আছে বহুতর
যদি কহি হৈব বহু পুস্তক ডাঙ্গর।
তেকারণে ভাবি মনে না কৈলুঁ গ্রথন
তিলমাত্র বুঝএ পণ্ডিতের গণ।
এথশুনি মুসা পুনি হৈল হরষিত
ধর্ম [আল্লাহ্] পদে গদেগদে পুছিল তুরিত।
আয় স্বামী শীঘ্রগামী কহত বচন
কিবা ফল যে খাইল এতিমের ধন।
বোলে তারে পিটাএ তারে অগ্নিতে দহিমু
তাতে তাকে গদাঘাতে নরকে তাড়িমু।
মাথা পিতা চিত্তে ব্যাথা যেসব করএ
নরকেত অবিরত থাকিব নিশ্চএ।
আকাশেত আছে যথ ফিরিস্তার গণ
শতে শতে নির্ম্মিয়া যে দিব সর্বক্ষণ।
চিত মিত হোন্তে গোত্র হৈলে অসন্তোষ
আউয়াল মহাপাপ মোর বহু রোষ।
পুছ উত্তর পদুত্তর যদি সে পাইলা
হরষিতে রঙ্গ চিত্তে পুনি জিজ্ঞাসিলা।
বোলে আয় জগরায় পুছিএ তোহ্মাত
ক্ষেমি দোষ তেজি রোষ কহত আহ্মাত।
যেবা আনে ধান্য কিনে সজীবের কালে
বেচিবারে শ্রধা তার হইলে আকালে।
আখেরে কিবা গতি হইব তাহার
কহি দুর কর মোর চিত্ত ধন্ধকার।
তবে হীন পিতা বিনপুত্র পরিজন [আল্লাহ্]
বলে কহি শুন মুসা পুছিলে যখন।

সে সবার মুখছার হৈব কিম্ভুৎকার
কালিমের নব নব মেঘের আকার।
কিবা এথা কিবা তথা আউয়ালে আখেরে
নিকালিতে মুখ ভীতে নারিবা সে ছারে।
তাহা শুনি মুসা গুণী আনন্দ অপার
ফিরি বোলে কুতুহলে আয় নৈরাকার।
এবচন কহি শুন, কৈলা হরিষতে
আছুউক বাক্য সব কহ কথঞ্চিতে।
মুসা বাণী হেন শুনি হই মহানন্দ
কহ তুহ্মি শুনি আহ্মি নাশি তোর ধন্ধ।
প্রভুবাণী মুসা শুনি হই উল্লসিত
একবার 'পুছ' তার পুছিল তুরিত।
নিজ নারী যেবা ধরি অনাদোষে মারে
কিবা অনাযুক্তি না বুঝি তারে ছাড়ে।
কিবা জজা [বিচার] কহ রাজা হইব আখেরে
বুলিলেক কহ তাকে যে করিমু তারে।
মুঞি যদি নিরবধি হই প্রেমেশ্বর
মোর তথ যথা ধর্ম তাহার উপর।
মুসা পুনি বোলে শুনি কিবা ফল ধরে
যেবা গালি দেয় জান নিজ শাশুড়ীরে।
তবে মুসাক বুলিলেক আলোপপুরুষে [আল্লাহ্]
শুন কহি তুহ্মি যেই পুছিলা হরিষে।
একে একে সকৌতুকে কহি পদুত্তর
তোহ্মা মনে হএ জান আনন্দ বিস্তর।
বোলে তারে গলে ডৌলে লাহানত দিমু...—
পুনি মুসা পুছে সাঁচা কহ নিরঞ্জন
কোন লোক তোর পাশে রহিব সর্বক্ষণ।
মুমিন মোর সনে বোলে বহু প্রীতি
তাথু'ধিক নাহি এক মোর মিত্র অতি।

পুনি পুছে কহ সাঁচে কোন ছন্দ তোর
বোলে এক ঠাঁই ধ্বনি যে জন্মের মৃত্যুর।
অন্তরীক্ষে শত সংখ্য শব্দ নিকলিল
উত্তরের পুদস্তর যদি মুসা পাইল।
ধর্মস্নান রঙ্গস্নান চিন্তা মনে মানি
নিশি গ্রাসী যেন হাসি উঠে অহঃমণি।
সোয়াল না কৈল, কোন নারী ভ্রষ্টাকার
কহি মোর ধন্ধ দূর কর নৈরাকার।
যেই নারী ধর্ম ছাড়ি পুরুষের সঙ্গে
কন্দল করএ সব তেজি রঙ্গে ঢঙ্গে।
শির বাসে বান্ধিলে সে কান্ধ আপনার
বাম হাত ধরি তাত পুরুষ আকার।
ডান হাত নাড়ে নাড়িয়া মস্তক
আগুবাড়ি কর হাটে কন্দল অনেক।
মুখে আইসে পরকাশে যথ কুবচন
কুকুরের সমসর বুঝ সর্বক্ষণ
বচন বহু ঠাই বহু ধরিয়া পেখম
মুখজল অস্থলে ফেলে ঘন ঘন।
ফিরি বোলে কুতুহলে আয় নৈরাকার
কহ মোত পুছি তত্ত্ব শুদ্ধ কার দ্বীন
অন্তরীক্ষ শব্দ মুসা শুনিলা তখন।
চাহে আয়ু দীর্ঘ বহু লোভিত যেজন....
ভয় ছাড়ি পুছে পুন নিরঞ্জন ঠাই
দয়া করি মোক ফিরি কহত গোঁসাই।
কোন বান্দা তোর গোর্ধা জানিব দুর্মতি
বোলে 'বদি' নিরবধি করে যে দুর্মতি।
দুষ্টমতি যার অতি ইব্লিসের মন....
রাঙ্গা পদে গদগদ ফিরি জিজ্ঞাসিলা
বোলে মন্দ কিবা 'গদা' [দরবেশ] অন্ধ মজি ছিলা।

বোলে বিধি নিরবধি যে করে ছাড়এ
বিনি দানে দুর্বর্চনে ফকিরে ধাবাএ।
পয়গাম্বর ধর্মবরে [আল্লাহ] কৈলা জিজ্ঞাসন
কহ কোন বান্দাগণ উত্তম সৃজন।
পড়শী পড়শীরে দুঃখ যেন দিল
ক্ষেমি তোষ পরিতোষ পড়শীরে কৈল।
তুহ্মি মুসা শুনি নিশ্চএ না হইও তাজ্জব
গোরান্তরে নামিবারে ফিরিস্তা সন্তাপ।
মুসা বোলে দয়া কৈলে চাহি প্রভু আহ্মি
যদি দয়া করি মোরে দান কর তুহ্মি।
হেনকালে হই গেল অন্তরীক্ষ শব্দ
মুসলমান সঙ্গে জান না করিব দ্বন্দ্ব।
সে সব উপকার কর নহে অপকার
যদি কর তোর পরে লাহানত অপার।
আর নিশ্চএ শুন মুসা পুণ্যবন্ত হৈতে
সংসারের ছোটবড় সকল দেখিতে।
শব্দ করি বোলে ফিরি ক্ষেম অপরাধ
মুখে লজ্জা ছাড় কার্য মোতে অতি সাধ
শব্দ হই গেল–এই কৈল তিন কর্ম
শুন মুসা বলি তবে তথা হৈব ধর্ম।
এক যাই রোগী ঠাই পুছে তার হাল
দ্বিতীয় দরিদ্র ঠাই ধন দিল কাঙাল।
তৃতীয়ত দোষ যথ মুসলমানে পাও
সর্বথায় ধন প্রায় তাহারে ছাপাও।
যদি আহুপিতে কহু ঘন পানি[?]
নেকী কর যেবা কর কার নদী খানি [?]
কেয়ামত ফজিয়ত যদি নহি যাহ
মুসলমান ভেদ খান নিশ্চএ ছাপাহ।
আহ্মি কার দোষ কভু না করি ফাঁস

সাত্তার মোর নাম তেকাজে প্রকাশ।
তোর পাশে হাভিলাষে থাকিতে নিষেধ
বোলে, কহি যদি এই ক্ষেম অপরাধ।
হেন কর্ম মহাধন্ধ পাইমু কোথাত
দয়া করি পরচারি কহত আহ্মাত।
বোলে অতি ঘোর মতি অতি প্রেম ভাব
অন্য জাতি যদি অতি তথাপিহ লাভ।
ইষ্টমিত্র যথগোত্র সবে বন্ধু হএ
তাতে বুধে নানা মতে সবারে তোষএ।
যেবা তোরে বল করে তাকে কৃপা কর
যেবা ভাঙ্গে তার সঙ্গে তুহ্মি দিবা জোর।
তোর সঙ্গে যেবা রঙ্গে না করে বচন
তুহ্মি তবে তার সঙ্গ না করসর্বক্ষণ।
নিরবধি যেবা 'বদি' করএ তোহ্মার
ভালাই করহ তাকে তুহ্মি বহুতর।
পঞ্চদিক অল্পাধিক নহে পয়গাম্বর
এ সত্তর ফিরিস্তার তত পুণ্য তোর।
পঞ্চ সপ্তদশ আঅবিনাশের পুণ্য
দিবা যামী পাইবা তুহ্মি পাইবা অগ্রগণ্য।
হেন গয়বী নররবি [মুসা] শুনি উল্লসিত
চিত ধন্ধ চোখ অন্ধ হইল প্রকাশিত।
সব লক্ষ্য দৃষ্টি সাক্ষ্য করি বুলিলেন
অবগত নরনাথ মোর নিবেদন।
উপদেশ মহারস কিছু কর দান
যেন মতে আখেরে হইব কল্যাণ।
হেনকালে সেই স্থানে হই শব্দ ধ্বনি
শুন কহি তোত এই উপদেশ বাণী।
যদি তুই মোর ঠাই মাগ উপদেশ
ফকিরের সেবা তবে করহ বিশেষ।

মোর দৃষ্টি কৃপা বৃষ্টি সেসব উপর
মোর প্রীতি সব প্রতি অনেক বিস্তর।
পুনি তত্ত্ব মহানন্দ অধিক শীতল
হই গেল মুসা ভেল অধিক চঞ্চল।
অগ্র হেরি উভা [খাড়া] করি যুগল শ্রবণ
না জানিএ কিবা হএ আদেশ এখন।
বোলে শুন দিয়া মন মুসা পয়গাম্বর
মোর কুদরুত সিন্ধু দোজখ অথান্তর।
হাজার শহর একে একে সত্তর হাজার
ধরাহর টঙ্গি শোভে তাহার মাঝার।
সত্তর হাজার তামা ঘর গঠি, প্রতি
এক ঘরে তথা জোড় গোসাপ হের অতি।
একে একে গোসাপক সত্তর হাজার
অজগর ভয়ঙ্কর তাহার মাঝার।
বিছা হেন মোহ কৈল কুহু ভরা আকার(?)...
পাপ যেবা করে কিবা করে মদ্যপান
টোনা করি কিবা ধরি লএ কার প্রাণ।
সে সবেরে যেই করে করাইমু প্রবেশ
দেখি সর্প বিছা সর্ব আয়ু হৈব শেষ।
কেলি কাঠে ঠেলাঠেলি করে সর্পগণ
মিছামিছি কিচিমিচি করি উঠিবেন।
চারিধারে বেড়ি তারে করিব গরাস
না রাখিব 'মাংস' সব চর্মের প্রকাশ।
সর্প ডংশে চর্ম নাশে ক্রন্দন করিব
তা দেখিয়া উভা [খাড়া] হৈয়া ফিরিস্তা পুছিব।
কিবা দোষে কিবা রোষে এ সব দুর্গতি
কহ প্রভু জগ রহু আক্ষার সম্প্রতি।
মাত্র যেবা মোর সেবা করএ একদিনে....
কিবা পরচর্চা সম্মুখে রাখে যার

কিবা দোষ ক্ষেমি রোষ করএ প্রচার।
ছোপা দোষ ক্ষেমি রোষ করএ প্রচার।
ছোপা মুখ নাড়ি কিবা নারী পুরুষে কহএ
এসবের তওবা মোর কবুল না হএ।
এ সকল পাপীকুল নরকে পড়িব
তাতে তাকে নানা মতে বহুল তাড়িব।
আয় মুসা কহি সাঁচা তোতে এবাদত
যথা পাও চলি যাও মহৎ সভাত।
পুণ্য বন্ত সঙ্গ হোন্তে আদায় কর প্রীতি
মোর প্রীতি হোন্তে কৃতি তার প্রীতি অতি।
পয়গাম্বর সে উত্তরে দিল পদুত্তর
পুণ্যবন্ত সে সভাত ছিল নিরন্তর।
মুসা হেন সুবচন যদি সে কহিল
অন্তরীক্ষ হোন্তে শব্দ তখনে উঠিল।
শব্দ হৈল 'মিকাইল তুহ্মি চলি যাই
কুহতুর গিরি 'পরে তুহ্মি কর ঠাই।'
মুসা প্রতি আহ্মি অতি হইলাম রাজি
ক্ষেমা দিলুঁ মজিছিলুঁ যথ পাপরাজি।
পুনরপি নরনবী প্রতি আওয়াজ হৈল
মুসা তরে উচ্চস্বরে তাকিয়া কহিল।
পাপ করি যেবা ফিরি 'তওবা' করিল
মোহোর দরগাহ 'পরে কবুল করিল।
মাত্র 'তওবা' মোনাফেকে নহে কভু স্থির
করে যদি অব্দাব্দি চক্ষু গালি নীর।
দুঃখ না পাই জ্ঞান দিয়া চিনএ সদাএ
মধ্যে দুইজন যে কন্দল ভেজাএ।
মুসা বোলে মৃত্যু কালে কিবা গতি মোর
পুছ-পদুত্তর দিলা প্রভু পদুত্তর।
শাহাদত কলিমা তখনে না পড়িব

না পড়িয়া সেই ছারে দোজখে পড়িব।
প্রলয়ের কালে তার ভাল দাগা হৈব
যথ লোক সব তাকে দেখিয়া বুলিব।
নিরঞ্জন কৃপাধন হোন্তে সে নৈরাশ হএ
পুনি নবী বোলে 'রব' পুছিএ তোহ্মাএ।
মনুষ্যেরে যেবা নরে কৈল অসন্তোষ
কহ মোত জগনাথ কিবা তব রোষ।
মুসা বাণী ধর্ম (আল্লাহ্) শুনি অতি হরষিত
থাকিবেন্ত তত্ত্ববন্ত কহিলা তুরিত।
অবিরত পাপরত সত্তর হাজার
দিনে দিনে অনুদিন লেখিএ তাহার।
মুসা নবী বোলে পুনি পড়শী সবেরে
মান্য কৈল সন্তোষিল যে-সকল নরে।
তুহ্মি বল কিবা ফল হৈব তা সবার
বোলে যথ পাপ তার পুণ্য করিমু তাহার।
পুছ কৈল যার দ্বীন মুসলমানের নএ
মুসা বাণী হেন শুনি 'না' বোলে বিধাতাএ।
মুসা পুনি বোলে যেবা দিল পড়শীরে দুখ
পুছি তো'ত কহ মো'ত কিবা দুখসুখ।
বোলে জন্মাবধি ধর্ম যথেক করএ
কথঞ্চিৎ কহি তাত ফল না ধরএ।
যথ ধর্ম যথ কর্ম পাপিষ্ঠে করিব
পিছলিয়া পদ দিয়া বিষ্ঠাতে পড়িব।
মুসা নবী বোলে 'রব' কহ তুহ্মি মোরে
যেইজন মুসলমান সব মন্দ করে।
বোলে এথা কিবা ওথা তার মন্দ করি
বৃদ্ধকালে যেবা বলে দুষ্টে নিল ধরি।
মুসা ফিরি বোলে বিচারি কহত আহ্মাত
একবাক্য মহাসত্য পুছিএ তোহ্মাত।

যেইজন মজুরের মজুরি খাটাএ
তার বোল কিবা ফল কহত আহ্মাএ।
বোলে শুন নিরঞ্জন হইএ প্রচণ্ড
তিলে পারি সব মারি করি লণ্ড ভণ্ড।
মোর রোষ পাপী বলে তাহার উপর
কেয়ামতে নানামতে পাইব দুঃখভার।
সে পাপিষ্ঠে মধুমিষ্ট যে হেন খাইল
গোরসেত জোড়হাতে চোনা মিশাইল।

পীরস্তুতি ও নিবেদন

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত গুণেত অসীম
জগগুরু কল্পতরু প্রচণ্ড আলিম।
জ্ঞানে বড় ধ্যানে দঢ় সবার সুহৃদ
পীর স্থির মহাধীর মোহাম্মদ হামিদ
তান পা'-র পাদুকার রেণু শিরে দিয়া
কহে তালেবা নসরুল্লাহ পঞ্চালি রচিয়া।
গুণিগণ একমন কর অবধান
অশুদ্ধ শুদ্ধ কর যেবা গুণবান।
হীনজন কদাচন যদি পাএ দোষ
উপহাস্য করে তবে হই পরিতোষ।
পয়গাম্বরে উম্মতের হাদিস করিলা
দোষ পাইলে তত্ত্বজ্ঞাত যদি হও তুহ্মি
অবশ্য রাখিবা তোরা কহিলাম আহ্মি।

। দীর্ঘছন্দ।

প্রভুর বচন শুনি মুসা পয়গাম্বর পুনি
করিতে লাগিলা নিবেদন
আয় প্রভু করতার জগত পালক সার
লাজে ভয়ে না পুছি বচন।

মোর মনে অতি সাধ যদি ক্ষেম অপরাধ
তবে আহ্মি করিএ সোয়াল
যথেক সোয়াল করি তুহ্মি যদি কহ ফিরি
তবে পারিএ মহী পাল।
মুসার করুণা শুনি ত্রিজগতপতি বাণী
গোপতে ধ্বনি হৈল ধন্ধকার
শুন মুসা কহি তোরে যথ পুছ তুহ্মি মোরে
কহি দিমু যথেক প্রচার।
ধর্মের [আল্লাহ্] হরফ পাই মুসা আনন্দিত হই
পুছে এক বচন অশক্য
কহ আয় জগপতি সত্য করি মোর প্রতি
নিদ্রা নি আছএ তোহ্মার চোখে।
বোলে প্রভু জগন্নাথ কহি শুন নিদ্রাবাত
ছাওয়াল [বাল] সদৃশ তোর জ্ঞান
এথকাল হৈল বয়স না পাইলা জ্ঞান রস
আয়ু হৈল বৃদ্ধের সমান।
মোহোর নিদ্রার বাণী অদ্যাপিহ নহি জানি
মোরে তুহ্মি করহ পুছার
যেহেন পুছিলা তুহ্মি কহিবারে যুক্ত আহ্মি
প্রকট দেখাইব বুঝিবার।
এক ভাণ্ডে জল ভরি আপনার হস্তে করি
দাণ্ডাইয়া রহ এইস্থান
ধর্ম [আল্লাহ্] আজ্ঞা পরিমাণি জলভাণ্ড ভরি আনি
দাণ্ডাই রহিলা সাবধান।
হেনকালে আজ্ঞা হৈল নিদ্রা আসি বল কৈল
ঘুম গেল মুসা পয়গাম্বর
যদি সে নিদ্রা আইল হস্ত হোন্তে ভাণ্ডজল
ছন্ন হইল পড়ি ভূমি 'পর।
তা দেখিয়া করতারে ডাকি বোলে রসুলেরে

তুহ্মি নাম ধর 'কলিমুল্লাহ'
জলভাণ্ড কৈল দূর নিদ্রা আঁখি কৈল ঘোর
এবে তুহ্মি বুঝ নি পাইলা।
যদি আহ্মি নিদ্রা যাইতুঁ এক পলে নষ্ট হৈত
আকাশ পাতাল সব সৃষ্টি
থাউক আহ্মি নিদ্রা যাইব নিজ তনু বিশ্রামিব
তিলে ভস্ম না করি যে দৃষ্টি'।
পুনি বোলে পয়গাম্বর তুহ্মি মোকে দিয়া পদুত্তর
চিত্ত মোর করহ সন্তোষ
তোর কিবা পরিধান কিবা ভক্ষ্য কিবা পান
একে একে কহ তেজি রোষ।
বোলে বাস পরিধান, বুজুরকি বড়াই খান
খানাপিনা 'রবরবা' আহ্মার
পুছিল কৌতুক পাই পুনি বিধাতার ঠাই
আকাশ পাতাল জগভূমি
কেমত দেখহ সব কর অন্ত বৃক্ষ সব
প্রকাশিয়া কহ প্রভু তুহ্মি।
বোলে সব আহ্মি দেখি সেসব প্রণাম লখি
গোপ্ত ব্যক্ত সব একাকার
তোর অগ্র ভক্ষ্য থালে যেন দেখ ভক্ষ্য ফলে
ভাবি চাহ মনের মাঝার।
মুসা বোলে যদি দেখ সহিয়া কেমনে থাক
বলী সব নির্বলী মারিতে
জালিমে হুকুম করে পাপী পরনারী হরে
বোলে আহ্মি পারিএ রহিতে।
জালিমের পুণ্য লই দিয়ে মুমিন ঠাঁই
নির্বলী বলীর ধর্ম পাএ
তা সভার হই শূন্য রহস্ত হারাই পুণ্য
ওই সেবা করি যাএ।

পুছিলেক পুণ্য বাড়ে কহ ধর্ম নৈরাকারে
কেমত জানহ পুণ্য পাপ
মনুষ্যের চিত্ত মাঝ আছে যথ ভেদ রাজ
তোর জ্ঞান প্রভুর প্রতাপ।
পদুত্তর মুসা পাইল বোলে মনুষ্যরে দিল
মোর কুদুরুতের প্রমাণ।
যেন আকাশের তারা আকাশেত করে শোভা
দোহ মধ্যে তেন মান।
শিশিরের ভাণ্ডার প্রাএ যথ থাকে দেখা যাএ
তেহেন মহীতে পরকাশ
ধর্মপন্থে যার গতি চিত্ত জুর্তিময় অতি
তাহার করম পাপ নাশ।
মুসার সোয়াল বাণী মধুমিষ্ট হেন জানি
যে সকলে শুনএ শ্রবণ
তার হৈব স্বর্গবাস না যাইব নরক পাশ
হুর সঙ্গে রহিব মনোরঙ্গে।

সৃষ্টিপত্তন। খর্বছন্দ।

মুসা পয়গাম্বরে শুনি প্রভুর উত্তর
ফিরি পুছিলেন্ত হই হরিষ অন্তর।
আয় প্রভু তুহ্মি সত্য অনাথের নাথ
আর এক নিবেদন তোহ্মার সাক্ষাত।
যখনে না সৃজিলা যথেক প্রকার
আকাশ পাতাল আদি সয়াল সংসার।
আর্শ কোর্শ লোহ্ কলম রবি শশী
অন্ধকার জুতির্ময় কিবা নিশিদিশি।
না আছিল স্থান স্থিতি না আছিল গগন
কথাত আছিলা তুহ্মি কহ নিরঞ্জন।
হেনকালে হই গেল মহা শব্দ ধ্বনি

ধন্ধকার হএ মুসা পয়গাম্বর শুনি।
মেঘের গর্জন যেন শুনি ভয়ঙ্কর
আচম্বিত হৈল যেন শুনি লাগে ডর।
শিকার ধরিতে যেন সিংহ ছাড়ে ডাক
মহা ক্রোধগত যেন রক্তপানে বাঘ।
কথাত আছিল আহ্মি তোর কিবা কাজ
কিসেরে পুছএ তাত নাই ভয় লাজ।
এথ বড় হই-নি তুই কিছু নাহি বাস
পাগল সদৃশ বাক্য করহ প্রকাশ।
মোর যে কুদরুত থাকিএ তেমন।
অন্ধকার মধ্যে যেন চঞ্চল দর্পণ।
মোর দয়া না হইত যদি তোর পর
তুরিতে দহিতুঁ তোরে তৃণ সমসর।
[যদি] আর জন হৈত আজি প্রাণ হৈত নাশ
যদি হেন বচন কহিত মোর পাশ।
ঈশ্বর কুপিত বুঝি চাণক্য বচন
মুসা পয়গাম্বরে জিজ্ঞাসিলা ততক্ষণ।
আয় প্রভু তুহ্মি হৈলা কুপিত অন্তর
বোলে 'মুসা তুই কৈলি বুজুর্গী বিস্তর।
অশক্য অপূর্ব তুহ্মি সোয়াল করিলে
মোহোর সাক্ষাত তুই অহঙ্কার কৈলে।
পুনি জিজ্ঞাসিলা মুসা করি স্তুতিকার [টুটাকার ?]
দাস প্রতি দয়া তুহ্মি করহ ঠাকুর।
কহ প্রভু আগে এই সৃজিলা কাহারে
পদুত্তর দিলা 'আদ্যে সৃজিলুঁ মারুতেরে।
যদি মুই সৃজিলুঁ পবন তখন
বাতাস বহিতে হইল জল কারণ।
ধর্ম [আল্লাহ] মুখে শুনি হেন মুসা পয়গাম্বর
কহিলেন্ত শুন প্রভু জগত ঈশ্বর।

তোতে কেনে বুঝাইব নরের বিচার
একে পাপ কৈলে হএ সব গুনাগার।
মুসা যদি আপনা বচন কৈল সাঙ্গ
তুরিতে হইয়া গেল অন্তরীক্ষে বাঙ্গ [শব্দ]।
শুন মুসা আহ্মি হই ত্রিভুবন পতি
মোর কর্ম বুঝিতে তোহোর কিবা শক্তি।
যার যেই উচিত তারে রাখি সেই মতে
একের সঙ্গে ধরাইয়া আনের হস্তে।
তুহ্মি বৃক্ষতলে যাই বৈসহ আপনে
মোর কুদরুতে তরে দেখিবা নয়নে।
প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ মুসা পয়গাম্বর
বৃক্ষ তলে বসিলেন্ত হরিষ অন্তর।
হেনকালে আজ্ঞা হৈল নিদ্রা যাইবার
মুসা রসুলের চক্ষু জড়ি রহিবার।
নিদ্রায় যদি বরিলেক যুগল লোচন
চক্ষু খাটি নিদ্রা গেল মুসা ততক্ষণ।
হেনকালে নিদ্রাগতে প্রভু নৈরাকার
এক পিপীলিকা তান পদ কাটিবার।
এক পিপীলিকা তান পদেত কাটিলা
পদ নাড়িচাড়ি মুসা জাগিয়া উঠিলা।
দেখিলেন্ত বহু পিপীলিকা একত্তর
পদ ঘষি পিষিলেক কুপিত অন্তর।
একগুটি কাটিলেন্ত বধিল সকল
হেনকালে অন্তরীক্ষ শব্দ হই গেল।
এক পিপীলিকাপদ কাটিল তাহার
সব পিপীলিকা বধ কিসের অন্তর।
তাহা শুনি মুসা হৈল অতি লজ্জমান
নিজ শির রাখি নিয়া যুগপদ স্থান।
এই মতে কতক্ষণ নিঃশব্দে আছিল

লজ্জা এড়ি ভয় ছাড়ি পুছিতে লাগিল।
কহ প্রভু তোহ্মাতে করিএ নিবেদন
সত্য করি কহ মোরে না কর ভাণ্ডন।
'হউজ কওসর' নদী বিহিস্ত মাঝার
কাহার কারণে সৃজিয়াছ করতার।
প্রভু বোলে মোহাম্মদ উম্মত কারণ
বিহিস্তেত রাখিয়াছি করিয়া যত্তন।
পুনি বোলে মোরে কিছু শিখাও ঠাকুর
মহিমা বাড়এ যেন পাপ হএ দূর।
বুলিলা পড়হ তুহ্মি কলিমা 'তমজিত'
অধিক মহিমা তব বাড়িব নিশ্চিত।
কাঞ্চন পর্বত দানে যথ পুণ্য পাএ
তাহা-থু অধিক সে কলিমা পড়ি হএ।
পুনি মুসা বোলে মোরে কর অসিয়ত
যেন মতে পাই আহ্মি তোহ্মার রহমত।
বোলে মিথ্যা বাক্য না কহিঅ কদাচন
মিথ্যা কইলে পুত্র হএ কালিম বরণ।
যদি পুণ্য করি থাকে সব দহি যাএ
পুণ্যসব কাষ্ঠসম দহএ মিথ্যাএ।
মিথ্যাবাদী জনে কভু নাহিক ভালাই
এক মিথ্যা শত সত্য করএ নিপাই [নিপাত]।
সহস্র সহস্র পুণ্য করএ নিপাত
প্রত্যয় নাহিক তার পণ্ডিত সভাত।
সত্য বাক্য কহে যদি পঞ্চাশ বৎসর
এক মিথ্যা চোনা যেন গোরস অন্তর।
মুসা বোলে আর কিছু কর উপদেশ
যেন মুই নরকেত না করি প্রবেশ।
বোলে এথা না করিঅ বুজুর্গী বড়াই
বুঝ মোহোর কর্ম সব মোর ঠাঁই।

এই কর্ম যে না করে নরকে বসতি
আত্মবুদ্ধি সুবুদ্ধি আর অন্য বুদ্ধিমতি।
নিজকর্ম তেজি যেবা কর্ম করে আন
লোক অগ্রেত লজ্জা তথা নরকেত স্থান।
পুনি মুসা বোলে প্রতি করহ আলক
পরিমাণি লইলুঁ সব কহিলা যথেক।
মুসার বচন শুনি হই হরষিত
আর এক কথা এবে কহিলা তুরিত।
দৃষ্টি দয়া রাখ মোর অতিথির প্রতি
তবে সে তোহ্মার হৈব বিহিস্তে বসতি।
জিজ্ঞাসিল তোহ্মার অতিথি বোল কারে
বুলিলা–যে চলি আইসে তোহ্মার গোচরে।
কেহ যদি মারে কিবা কহে দুবর্চন
ফিরি যাএ নিজ স্থানে বিষাদিত মন।
প্রথমেত কেহ তারে না কৈলে সম্ভাষা
থাউক সম্ভাষা কেহ না কৈলে ভাষা।
তারে যে কৈল দয়া মোরে না করিল
তারে না পুছিল কিবা মোরে না পুছিল।
মুসা বোলে তারে প্রভু চিনিবা কেমতে ....
ক্ষুধা–তৃষ্ণাএ মরে যদি মোহোত না খুঁজে
ভিক্ষুক সদৃশ না খুঁজিয়া রহে লাজে।
সদপ [শামুক] আছএ যেন সমুদ্র মাঝার
অতিথি জল বিন্দু পাইয়া যাহার।
অতিথি মোহোর তোর অতিথি যে জন
তাহারে দেখিবা তুহ্মি মোহোর সমান।
এসব উত্তর শুনি মুসা পয়গাম্বর
বুলিলা অধিক কহ আহ্মার গোচর।
তবে প্রভু নিরেখ নৈরূপ করতার
আকাশ পাতাল পাইল সকল সংসার।

বুলিলা শুনহ মুসা কহিএ তোহ্মারে
পুনি যদি তুহ্মি জিজ্ঞাস মোহোরে।
মোহোর সঙ্গে বৈস তুহ্মি বহু আদরিয়া
তোর যথ মনুরথ সব পূরাইয়া।
মুসা বোলে তোর সঙ্গে কাহার বসতি
পদুত্তর দিল আদরিয়া মুসা প্রতি।
বোলে যেবা নিজ ঘরে মসজিদ করিল
অবিরত তথা বসি মোহোরে সেবিল।
আপনা না চাহি দৃষ্টি কৈলা মোর 'পরে
আপনার গৃহ 'ধিক করি মোর ঘরে।
আপনা না চাহি যদি লোক মোর ডরে
ধর্মের [আল্লাহ] মুখেত শুনি মুসা হরষ অন্তরে।
আয় মুসা প্রীতি হৃদে পুণ্যবন্ত সঙ্গে
ফকির দরবেশ সঙ্গে রহ মনোরঙ্গে।
মোর রহমত নহে সে সবেত দূর....
মুসা বোলে আয় প্রভু জগতের পাল
তোহ্মাতে কহিএ বহু করিতে সোয়াল।
মুখে লজ্জা শ্রধা অতি চিত্তের মাঝার
তেকাজে তোহ্মার স্থানে না করি পুছার।
তার হেন হৃট-শ্বর কথা প্রভু শুনি
উনাইল চিত্ত মোর যেহেন লবণী।
প্রেমভাবে অগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিল
সহিতে না পারি তাপ কহিতে লাগিল।
বোলে তোর শ্রধা যত করহ জিজ্ঞাসা
একে একে কহি দিমু যথেক প্রশংসা।
কি কারণে লজ্জা বাস পুছিতে আহ্মারে
মিত্রে না জানাহ কভু আপনা মিত্ররে।
ঠাকুরের [আল্লাহ] প্রতিধ্বনি শুনি পয়গাম্বর
পুছিলেক কহ প্রভু জগত ঈশ্বর।

তুহ্মি কোন্ কালের ঈশ্বর মহীপাল
তোহ্মার খোদাই বোল হৈল কথকাল।
হেনকালে অন্তরীক্ষে মহাশব্দ হৈল
আচম্বিতে ঘনে [মেঘে] যেন গর্জিয়া উঠিল।
শুনরে নির্লজ্জ মুসা তোতে লাজ নাই
বারেবারে বড় কথা পুছ মোর ঠাই।
কেমন মনুষ্য তুহ্মি করহ বড়াই
পাগল চরিত্র দেখি কিছু বুদ্ধি নাই।
প্রভু হেন এই মোরে কভু না জানিলে
নিকৃষ্ট পুরুষ হেন মোরে জ্ঞান কৈলে।
মোর দয়া যদি না হইত তোর 'পরে
ক্রোধের আনলে তোরে দহিতুঁ সত্বরে।
কি কহিমু আহ্মি তোত কিছু নাহি বাস
কেমতে করিমু আপনার ছিদ্র ফাঁস।
প্রভুর কুপিত বাণী শুনি পয়গাম্বর
কম্পিবারে লাগিলেন্ত ভয়ে থরথর।
কহে হীন নসরুল্লাহ শুন গুণিগণ
ওজনে থু বাড়াটুটা নহে কদাচন।
অপুছনা [অজিজ্ঞাস্য] বাক্য কহি মুসা পয়গাম্বর
নিরঞ্জন ক্রোধ হৈল তাহার উপর।

বিলাপ/বিনয় । দীর্ঘছন্দ ।

প্রভুর গর্জন মুসা শুনি হৃদেত অতি আগুনি
ফরকি ফরকি উঠে পুন
মোম সম হৈল মুখখানি চক্ষু হৈল ধবল বরনি
বরিখএ নীর চক্ষু ঘন।
জলস্থল হইল বদন বুজি গেল এতিন ভুবন

নয়ন জলএ স্নান করি
মুসা নবী শির ভূমে ধরি কান্দএ কাকুতি অতি করি
রহিলেন্ত আপনা পাসরি।
অচৈতন্য ছাড়িলেন্ত যবে অঙ্গে চৈতন্য উপজিল তবে
নিবেদএ গদগদ রবে
আয় প্রভু ক্ষেম দোষ এবে না জানি কি কৈলুঁ দোষ তবে
মনেত না রাখ তার রোষ এবে।
কৃপা কর হই পরিতোষ ক্ষেমা কর হৈয়া সন্তোষ....
দয়া যদি নাহি কর তুহ্মি নিশ্চয় পাতকী হৈলুঁ আহ্মি
মোক ঠাই না দিবেক তুহ্মি
দাসে যদি অপরাধ করে তার দোষ ক্ষেমএ ঈশ্বরে
ভার্যাএ কষ্ট না দেয় তার স্বামী।
শত্রু হেন না জানহ তারে প্রেমভাব রাখ তার 'পরে
যে বৃক্ষ আপনে রোপএ হৃদে মনে যত্তন করএ
কভু যদি ফল না ধরএ তথাপি উপারি না ফেলএ
অজ্ঞানে বালক দোষ কৈলে মাতাপিতা প্রতিপালি দিলে
তথাপিহ দুর্বাক্য না বোলে দয়া করি বৈসায়ন্ত কোলে
মুঞি দোষ অজ্ঞানে করিলুঁ না জানি কথা পুছিলুঁ
হেন হৈব যদি জানিতুঁ এই মত তোত না পুছিতুঁ
এইরূপে বহুল কান্দিলা কাকুতি বিনতি অতি কৈলা
আপনাকে যদি বিকাইলা তবে প্রভু সদয় হৈলা।
আচম্বিত হেন শব্দ কার হেন বাক্য না পুছিঅ আর
ক্ষেমিলুঁ এ দোষ তোহ্মার কি পুছিবা পুছ আরবার।

। যমমছন্দ ।

মুসাএ শুনিলা যদি এমত উত্তর
আচম্বিত মৃত শস্য পাইলেক ঝর [বৃষ্টি]।
নব নীর যথেক যে তন হরষিত
কন্ঠগত প্রাণ যেন হৈল আচম্বিত।

ভূমি হোন্তে শির তুলিলেক ততক্ষণ
দোগানা [দু'রাকাত] নামাজ করিলেন্ত রঙ্গমন।
নামাজ করিয়া ফিরি করিলা সোয়াল
আয় প্রভু নৈরাকার ত্রিজগত পাল।
তোহ্মা প্রতি আর কিছু করি নিবেদন
কৃপা দৃষ্টি করি যদি কহিবা এখন।
মুসার প্রণতি বাণী শুনি নৈরাকার
বোলে কহিবাম যথ করহ পুছার।
মুসাএ বুলিলা জিজ্ঞাসিতে ভয় ভাসি
প্রথমে আপনা কিছ্ কহত প্রকাশি।
প্রভুএ বুলিলা মুসা কহি শুন তোরে
ওই যে বাক্য এক পুছিলি মোহোরে।
আর্শ কোর্স আমি সৃজিয়াছি যেইক্ষণ
এ আশে ভুবন আহ্মি কৈল উৎপণ।
একেক জগত পঞ্চ জগত সমান
অনাগিরি পর্বত সে জগত প্রধান।
শস্য সব ভরি রাখি সমাজ সংসার
যেন ধন ভরি রাখে রাজার ভাণ্ডার।
আর এক পক্ষী সৃজিয়াছি সে 'বুরণ'
অধিক সুন্দর পক্ষী ভূবন মোহন।
পক্ষী প্রতি আদেশিলা তোহোর আহার
শস্য ভরি দিলুঁ মুই এ আশি সংসার।
সহরিষে শস্য সব তুহ্মি সব খাও
নিশিদিশি মোর নাম অবিরত লও।
এ শস্য নিলে নাহি তোহ্মার আহার....
এই শস্য রাখিয়াছে তোহ্মার জীবন
শস্য ফুরাইলে হৈব অমৃত মরণ।
[মৃত্যু নাম শুনি পক্ষী ভয় পাই মন
দিন প্রতি এক শস্য করএ ভক্ষণ।

মৃত্যু নাম শুনি পক্ষী না ভক্ষি আছিল
চিন্তার আহার করি জীবন রাখিল]
কথেক সহিব পক্ষী ক্ষুধা দুঃখ তার
সহিতে না পারি পক্ষী করিল আহার।
শস্য যদি ভক্ষিল পাইল মৃত্যুপদ
নিজস্থানে গেল পক্ষী তেজিয়া আপদ।
তাহার পশ্চাতে আর করিলুঁ সৃজন
আদি যেন শুদ্ধ মতি মনুষ্য সুজন।
দশ অব্দ আয়ু ছিল তা সবার
এক পাসে আর না ছিল সংসার মাঝার।
তার পাছে চল্লিশ পুরুষ সৃজিলুঁ
সেসবের নাম মুই আদম রাখিলুঁ। ·
তা সবার আয়ু দিলুঁ এ দশ হাজার
অনুদিন মোর সেবা করিল অপার।
তার পাছে সৃজিলুঁ আর কথ জন
আদম আছিল নাম পালিল ভুবন।
সে সব আছিল দশ হাজার বৎসর
সুখ ভোগ করিলেন্ত সংসার ভিতর।
সে সবের পরে যদি করিলুঁ সংসার
দশ সহস্র অব্দ পৃথ্বী চিল শূন্যকার।
তাহার পশ্চাতে পুনি হৈল হাভিলাষ
সংসারেত আদম করিতে পরকাশ।
বহুল আদরে মুই আদম সৃজিলুঁ
আপনার দশ অংশে তারে সমর্পিলুঁ।
আপনা ভাবিনী [প্রেমাস্পদ] হেন আদমক জানি
তান চিত্তে করিলুঁ নিজ বাসাখানি।
আদমের বীর্য হোন্তে তোর উতপণ
বিমর্ষিয়া নিজ মনে বুঝহ আপন।
এবে তুহ্মি বুঝি চাহ হিসাব সুমার

কথকাল হৈল দেখ খোদাই আমার।
না জানম মুঞি কথকালের ঠাকুর
তুহ্মি যদি পার বুঝ তার অব্দ ওর [সীমা]।
প্রভুর বচন শুনি হৈল মূর্ছাগত
অচৈতন্য ছাড়ি মুসা হৈয়া চেতত।
কতক্ষণে চৈতন্য ভূমে পাইল আশ
বিমুখ নিঃশব্দ ছিলা তেজি হাভিলাষ।
অচৈতন্য ছাড়ি যদি চৈতন্য পাইলা
উহু উহু শব্দ করি জাগিয়া উঠিলা।
বুলিলেন্ত আয় প্রভু প্রেমের ঠাকুর
বুঝিবারে কেবা পারে মহিমা তোহোর।
তোহ্মাত শোভে অতি মহিমা বড়াই
সত্য সত্য যেবা কহে তার ডর নাই।
প্রভুএ বুলিলা এবে বুঝ-নি পাইলা
এথ কহি মুসা নবী সজিদা করিলা।
মুসার সজিদা দেখি হৈলা হরষিত
কহিবারে লাগিলেন্ত হই আনন্দিত।
শুন মুসা কহি তোরে একবাক্য সার
সেকথা শুনিলে হের হরিষ অপার।
মুসাএ বুলিলা তুহ্মি করিয়া আদর
শুনিয়া আনন্দ অতি তোহ্মার উত্তর।
প্রভু বোলে মনুষ্য সঙ্গে মোহোর পিরীতি
সত্তর হাজার কৃপা করি দিল প্রতি।
তাহা শুনি মুসা পুনি কৈলা নিবেদন
এথেক গৌরব [স্নেহ] তুহ্মি কর কি কারণ।
কোন্ সুখ হেতু এথ করহ আদর
প্রভুএ বুলিলা শুন মুসা পয়গাম্বর।
মোর প্রতি লজ্জা ভয় অধিক রাখন্ত
নিশিদিশি মোর নাম জপিয়া থাকন্ত।

মোর নাম হোন্তে হএ জ্ঞান এক পণ
নিজে না ভক্ষএ পুনি করাএ ভক্ষণ
সুতিতে বসিতে কিবা করিতে গমন।....
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন
পাতকী হইল বনি ইসরাইল পণ।
এহাতু করিতে পাপ করিব সেসবে
তোর সেবা হোন্তে এড়ি মূর্তি সেবা সেবে।
বিনি মুখে নিরঞ্জন বুলিল তখন
সামির বংশেত সৃজিলুঁ গোধন।
ততক্ষণে নয়ানে দেখিলা গোধন সুন্দর
সকলে বুঝিল ওই গোধন ঈশ্বর।
যথ কিছু কহিবেক সেই গোধন স্থান
পরিমাণি লৈব সব করিব অবধান।
হৃদে মনে তার সেবা করি বহুতর
দন্তবৎ করিবেন্ত পড়ি ভূমি তল।
মুসা বোলে সে সকল কাহার সৃজন
কাহার হুকুমে জন্মিলেক সে গোধন।
প্রভুবোলে মোহোর আদেশে সব হএ
বিনি আজ্ঞায় মোহোর ধূলা না নড়এ।
তবে কি মোহোর কুদরুত অতিশএ
যারে যেবা কর্ম দিছি তাহার হস্তএ।
যুগল কটোরা যেন রাখে পূর্ণ করি
একেত গরল দুতীয়েত মধু ভরি।
মধু ভান্ত খায় যদি পাএ মিষ্ট স্বাদ
এবে-নি বুঝিলা মুসা মোর কুদরুত।
কিঞ্চিত করিল ব্যক্ত না কৈল বহুত
এসকল সত্য আছে কোরান মাঝেত।
বিনি মুখে কহিয়াছে প্রভু করতার
তজ্জ মস্ত তাহাদি সন্ত সাও আর[?]।

এথা ওথা অন্ত করি তুহ্মি বুঝি চাহ...
যেবা চাহে অপথে করিতে গমন
সে পথে তাহারে চালাএ নিরঞ্জন।
অপথ ত্যাগিয়া যেবা চাহে শুদ্ধ পাট
অবশ্য মিলাএ তারে না করএ হট।
পুনি মুসা জিজ্ঞাসিলা করি নিবেদন
প্রথমে তোহ্মার সেবা কৈল কোন্ জন।
পদুত্তর দিলা তবে প্রভু করতার
আছিল সৃজন পথ দ্বাদশ হাজার।
মুসাএ বোলএ প্রভু গোপ্ত বোল কারে
গোচর করিয়া প্রভু কহত আহ্মারে।
শুন মুসা শুন কহি গুপ্ত বলি যারে
যথেক মনুষ্য নাম ধরে চরাচরে।
দেওপরী পশুপক্ষী জমিন নাম ধরে
যথ জীববস্তু আছে সংসার মাঝারে।
[খণ্ডিত] অসমাপ্ত।